AN HISTORICAL SKETCH OF THE

ARYAN-HINDU WOMEN

of the Vedic, Upanishadic and Puranic Period,

BY

Mahendranáth Roy Vidyánidhi

Author of Life of Hahnemann, Life of Bábu Akshaykumár Datta in Bengali, Introduction to Bengali Grammar &c.

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত

(বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ ও ইতিহাসাদি বর্ণিত হিন্দুরমণীগণের জীবনী)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি-প্রণীত,

ভূতপূর্ব্ব হিন্দুদর্শন-সম্পাদক

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র দ্বারা সঙ্কলিত।

কলিকাতা, সিমলা, ২০নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

Published by Bhabanícharan Mitra,

No. 71, Páthuriá Ghátá Street, Calcutta.

১২৯৪ সাল।

মূল্য ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা।

AN HISTORICAL SKETCH OF THE

ARYAN-HINDU WOMEN

of the Vedic, Upanishadic and Puranic Period,

BY

Mahendrana´th Roy Vidya nidhi

Author of Life of Hahnemann, Life of Ba´bu Akshaykuma´r Datta in Bengali, Introduction to Bengali Grammar &c.

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত

(বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ ও ইতিহাসাদি বর্ণিত হিন্দুরমণীগণের জীবনী)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি-প্রণীত,

ভূতপূর্ব্ব হিন্দুদর্শন-সম্পাদক

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র দ্বারা সঙ্কলিত

কলিকাতা, সিমলা, ২০নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

Published by Bhabadácharan Mitra,

No. 71, Pa´thuria´ Gha´ta´ Street, Calcutta.

১২৯৪ সাল ।

উৎসর্গ।

স্বর্গীয় গোপীনাথ রায় পিতৃদেবের মনস্কামনা সু-সিদ্ধির নিমিত্ত কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ অশেষ-সম্মানভাজন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সুধী মহোদয়ের কর-কমলে এই পুস্তক খানি পরম আগ্রহ সহকারে অর্পিত হইল।

১৮০৮ শক, ১৫ই চৈত্র। গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

আজ স্ত্রীজাতির আনন্দের দিন। স্ত্রীশিক্ষামোদী ব্যক্তি-বর্গেরও আনন্দের দিন। স্ত্রীলোকে বেদ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অবগত হইলে, কাহার না আনন্দ হইবে? অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে যদি কোন নারী নিজ তর্কশক্তি, শাস্ত্রজ্ঞা-নাদির পরিচয় দেন, তাহাতেই বা কিরূপ আনন্দ উপস্থিত হয়, সকলেরই হৃদয়াঙ্গম হইতে পারে। আবার যখন দেখিতে পাওয়া যায় আবিষ্টমনে প্রাচীন কালীন রমণীগণ ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতেছেন, তদ্বিষয়ে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতেছেন, পুত্র বা স্বামীর নিকট রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-সংক্রান্ত বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন; তখন নরনারীর হৃদয়ে কি অপার আনন্দ জন্মে তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? এইরূপ নিতান্ত হিতজনক ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ক কোন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইতে দেখিলে, সকলেরই মনে হর্ষোদয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধায়ক অনেক পুস্তক রচিত হইলেও, অপেক্ষাকৃত গৌরবজনক বিষয় অবলম্বন করিয়া কেহ অদ্যাপি পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই।

আমরা চিরদিনই ইতিহাস লিখনে বিরত। পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ লইয়া গর্ব্ব করিব, এরূপ উপকরণ আমাদের যাহা কিছু আছে, তৎপ্রতি আমরা চিরকালই ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকি। সেইরূপ বিষয়ে যিনি হস্তার্পণ করেন, তিনি আমাদের প্রীতির পাত্র। এই জন্যই "প্রাচীন আর্য্য-রমণীগণের ইতিবৃত্ত"-প্রণেতা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য।

স্ত্রীশিক্ষার হিতচিকীর্ষুগণ নিজ নিজ মত সমর্থনের এই এক খানি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়া কি উন্নত মত প্রকাশ করিবেন, বলিয়া শেষ করা যায় না। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা যে সংস্কৃত শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া কত কত প্রাচীন বিষয় উদ্ধার

করিতেছেন, সেই অমূল্য ধন আমাদের গৃহকোণে আবর্জ্জনা রূপে পড়িয়া আছে। আমরা ভ্রম-ক্রমে এক বারও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি না. এ কি কম মনস্তাপের বিষয় !

পুস্তকের নাম পাঠ করিলেই, ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপলব্ধি হইবে। বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ ও ইতিহাসাদি অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। যে যে মহিলা স্বীয় অমানুষী শক্তি-বলে সংস্কৃত শাস্ত্রে, রাজনীতিতে ও সাধারণ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া নিজ নিজ নাম অক্ষয় ও অমর করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় বামার বিবরণ এই পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের বহু গবেষণা ও অসাধারণ পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে, যৎকালে বামাবোধিনী পত্রিকায় বৈদিক সময়ের নারীগণের বৃত্তান্ত প্রচারিত হয়, তাহার অনেক পরে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতা মুদ্রিত হয়। সুতরাং দত্ত মহাশয়ের পুস্তক হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় সে বিষয়ে কোন উপকার প্রাপ্ত হন নাই।

সাহিত্যানুরাগী, স্ত্রীশিক্ষামোদী, বামাবোধিনী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের আগ্রহে, এবং আমার ও কতিপয় বন্ধুর উদ্‌যোগে ইহা পুস্তাকারে প্রকাশিত হইল। এক্ষণে আমাদের একান্ত ইচ্ছা, ইহা মধ্য ও উচ্চশ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের ও অন্তঃপুর-শিক্ষার পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়। তাহা হইলে, গ্রন্থকর্ত্তার উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, আমাদের আশা চরিতার্থ এবং স্ত্রী-শিক্ষানুরাগীদিগেরও উদ্দেশ্য সফল হয়।

১২৯৩ সাল, ১৫ই চৈত্র। শ্রীবিধুভূষণ মিত্র।

মুখবন্ধ।

বিগত ১৮০৭ শকের (১২৯২ সালের) বৈশাখ মাস হইতে বামাবোধিনী পত্রিকায় আর্য্য রমণীগণের বিষয়ে যে প্রস্তাব-নিচয় প্রকটিত হইতেছিল, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইল। কতক গুলি প্রস্তাবের অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত ও অপ্রয়োজনীয় বোধে স্থলবিশেষে বিবর্জ্জিত হইল। অবশিষ্ট প্রস্তাব গুলিরও কোন কোন স্থান প্রবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইল। একটী সন্দর্ভ ভিন্ন বামাবোধিনীতে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত আর সমুদায় সন্দর্ভই এই গ্রন্থে বিনিবেশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, কয়েকটী নূতন প্রবন্ধও সংযোজন করা গেল। বেদ ও উপনিষৎ হইতে যে সকল মহিলার প্রণীত সংস্কৃত বচন বামাবোধিনীতে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাদৃশ প্রয়োজনীয় বোধ না হওয়াতে, তৎ সমস্ত এই পুস্তকে নিবদ্ধ করা হইল না। কেবল স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত মূল সংস্কৃত ভাগ টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

এই পুস্তকে যে সকল কামিনীর জীবনী লিপিবদ্ধ হইল তাহার অধিকাংশই এই মাত্র প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইল। দুই একটী প্রবন্ধ কোন কোন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা নারীজাতির শিক্ষার্থ গ্রন্থ নয়। নারীদিগের শিক্ষাদানার্থ এতাবৎ কাল যত পুস্তক বিরচিত হইয়াছে, লীলাবতী ও লোপামুদ্রা ব্যতীত আর কোন প্রস্তাবই কোনও পুস্তকেই সমাবেশিত নাই। উভয় সন্দর্ভই, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত আকারে এই গ্রন্থে লিখিত হইল। অধ্যয়ন অধ্যাপনার সৌকর্য্যার্থে প্রবন্ধ প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে।

ভারতীয় মহিলাকুলের বিদ্যাশিক্ষা, শ্লোকরচনা, নানাশাস্ত্রপারদর্শিতা বিচারশক্তি, পরিণয়-ক্রিয়া, সচ্চরিত্রতা, আদর্শ-জীবন, উপচিকীর্ষা, কর্ত্তব্য জ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যাসংক্রান্ত, সমাজ-বিষয়ক ও নীতি-সম্পর্কীয় বিষয়ে কীদৃশ অভ্যুদয় হইয়াছিল, বহু প্রয়াস ও প্রযত্ন সহকারে যত দূর সঙ্কলন করিতে পারা যায়, এই গ্রন্থে

তাহা প্রকাশ করিতে যথোপযুক্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছি। তাহাতে কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছি, জন-সাধারণ বিচার করিবেন। ভারতের প্রকৃত পুরাবৃত্ত উদ্ধার করা, এক প্রকার দুর্ঘট কাণ্ড। ইতিহাসের যথাযথ তথ্য নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে কত যে অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ হয় না। নিগূঢ় অনুসন্ধানে ও প্রগাঢ় পরিশ্রমে যেরূপ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা ঘটে নাই।

এই পুস্তক-সংগ্রহে আমাকে মূল সংস্কৃত গ্রন্থেরই অধিক আনুকূল্য লইতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন স্বনামখ্যাত, স্বর্গীয়,সুপণ্ডিত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত-বিরচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, মহামান্য সত্যব্রত সামশ্রমী পণ্ডিতবরের প্রকাশিত সানুবাদ সাম-বেদ, অগ্রজকল্প, মানাস্পদ কালীবর বেদান্তবাগীশের প্রবন্ধাদি ও পুরাতন বামাবোধিনী পত্রিকা হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি। সিটি কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ, সম্মানভাজন, বামা-বোধিনী পত্রিকা সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ. মহাশয় মধ্যে মধ্যে আমাকে অনেক সৎ পরামর্শ দিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার সন্নিধানে বাধিত রহিলাম। পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের শেষাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতারও কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থে বাঙ্গলা সম্বোধন পদ-সম্বন্ধে যে রীতি প্রবর্ত্তিত করা গিয়াছে, তাহার বিবরণ সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে, মৎ-প্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত" আলোচনা করিলে, অক্ষয় বাবুর মত ও মদ্রচিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ পাঠে আমার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যাইবে। রমেশ বাবুর ঋগ্বেদ-সংহিতায় ঐরূপ সম্বোধন প্রযুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

এই পুস্তকের প্রতি শিক্ষানুরাগী মহোদয়েরা কটাক্ষপাত করিলে, আমার তাবৎ শ্রম ও আশা সার্থক হয়।

১৮০৮, ১৫ই চৈত্র।
রাধানগর—থানাকুল—
জেলা হুগলী।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

সূচী।

উপসংহার।

পরিশিষ্ট।

প্রাচীন
আর্য্য রমণীগণের
ইতিবৃত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবহূতি।

বেদের স্ত্রীগণ যে শ্রেণীর, উপনিষদের স্ত্রীগণ সে শ্রেণীর নহেন। বৈদিক সময়ের নারীরা বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন। উপনিষৎ কালের কামিনীকুল যে যে বিষয় প্রণয়ন করেন, তাহা বেদ-বাক্য-তুল্য প্রামাণ্য বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিরচিত লিপি আমরা পাই নাই। অন্যান্য লোকে তাঁহাদের বচন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা বৈদিক কালের কামিনীগণ হইতে কোন অংশে হীন ছিলেন, বলা যায় না। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির সময়ের রমণীরা আবার সাধারণতঃ ভিন্ন প্রকারের। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের অনুশীলন দ্বারা তাহা সম্যক্ প্রতীত হইবে।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপা রাজ্ঞীর গর্ভে দেবহূতি

জন্ম গ্রহণ করেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ * নামে দুই প্রসিদ্ধ রাজা দেবহূতির ভ্রাতা ছিলেন। তিনি দেবর্ষি-নারদ-মুখে কর্দ্দম মুনির স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারাদি বিদিত হইয়া অবধি মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করেন, ও নিজ পিতা মাতার সমভিব্যাহারে ঋষিবরের আশ্রমে গিয়া উপনীত হন। এ দিকে ঠিক্ সেই সময়েই কর্দ্দমও, ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সুতরাং দেবহূতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। তিনি যেমনই রূপবতী, তদনুরূপ বা তদধিক গুণবতী নারী। এটিও তাঁহার বিবাহ কার্য্যের অনুকূল হইল। উভয়ে যথানিয়মে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন; পরিণয়ের পর হইতেই, তিনি ভর্ত্তার অভিমতানুযায়ী ক্রিয়ায় নিরত রহিলেন। ব্রতোপবাসের কঠোর নিয়ম পরিপালনে ও উৎকট পরিশ্রমে তাঁহার তনু অনুদিন বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন ঋষি-প্রবর তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সদয় ব্যবহারে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাঁহার ৯ নয়টী কন্যা জন্মিল। তদনন্তর তদীয় স্বামী যখন বনপ্রস্থানোদ্যত হইলেন, দেবহূতি তখন কহিতে লাগিলেন, "আপনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কে এই কন্যাগণের উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া দিবেন? আর, আপনার অভাবে কেই বা আমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন? আমার তত্ত্বজ্ঞান-শিক্ষার্থ কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে, আমার নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে।" ইহাতে মুনিবরের অন্তরে

---

* ইনিই পুরাণোক্ত ধ্রুবের পিতা। সুতরাং দেবহূতি ধ্রুবের পিসী ছিলেন।

কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তিনি মহিষীকে ঈশ্বরোপাসনায় চিত্ত সংযম করিতে উপদেশ দিলেন এবং কিছু দিনের জন্য বন গমন স্থগিত রাখিয়া, গৃহাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, শান্তি ৯ নয়টী তনয়ার সহিত ক্রমান্বয়ে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, এবং অথর্ব্ব এই ৯ নয় ঋষির উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই দুহিতাদের মধ্যে অরুন্ধতী ও অনসূয়া বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। স্থলান্তরে তাঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইবে। সে যাহা হউক, অতঃপর দেবহূতির গর্ভে কপিলের উৎপত্তি হইলে, কর্দ্দম-মুনি বিজন বিপিনে গমন করেন। কপিল নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন। এক জন প্রাচীন, অপর ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী। প্রথম, সাংখ্যসূত্রকর্ত্তা। দ্বিতীয়, সগররাজের পুত্রগণকে দাহ করেন। তিনিও সাংখ্যদর্শন-শাস্ত্রের সবিশেষ প্রচার-পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছেন,—কেহ কেহ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ স্থলে যাঁহার বৃত্তান্ত চলিতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অর্থাৎ দ্বিতীয় কপিল। কালক্রমে কপিলদেব বয়ঃপ্রাপ্ত ও সমধিক প্রজ্ঞাবান হইয়া উঠিলেন। তিনি জননীর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে শাস্ত্রশিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত হইলেন। জননীও অবহিতচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কপিল-মহর্ষি-প্রদত্ত উপদেশ সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেই, দেবহূতির বিষয় সমাপ্ত হইবে।

কপিল মুনি মাতাকে যেরূপ বলিতে আরম্ভ করেন, এবং দেবহূতিও তদ্বিষয়ে যেমন কথোপকথন করেন, নিম্নে বর্ণিত হইল।

কপিল।—"আমার মতে যোগই মুক্তি-সাধনের প্রধান উপায়। সেই যোগ-সাধন, মনঃসংযম অর্থাৎ অন্তঃকরণের একাগ্রতা ব্যতিরেকে কস্মিন্ কালেও সম্পাদিত হইতে পারে না। মনকে যে দিকে চালিত করা যায়, উহা সেই দিকেই প্রধাবিত হইতে থাকে। চিত্তবৃত্তি ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইলে, জীবের নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উহা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর অজ্ঞানতা, পাপ, প্রলোভনাদি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পরাৎপরে আত্মসমর্পণ বিনা যোগিগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আর দ্বিতীয় পথ বিদ্যমান নাই। সাধুসঙ্গই ঐ সমুদায়ের মূলীভূত।"

দেবহূতি।—"বৎস! ভগবান্‌কে কিরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য, অবগত নহি। আমি স্ত্রীজাতি, ঈশ্বরের প্রতি আমাকে কি প্রকার ভক্তিপ্রকাশ করিতে হইবে, এটী বিশেষ করিয়া বল। ফলতঃ ভক্তিযোগে ঈশ্বর-পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই, আমার জন্ম সার্থক হয়। আমি জ্ঞানহীনা সামান্যা নারী মাত্র; অতএব ঐ দুর্ব্বোধ অথচ উৎকৃষ্ট তত্ত্বে যাহাতে সহজে আমার প্রতীতি হইতে পারে, তাদৃশ বিশদ প্রণালীতে তাহা কীর্ত্তন কর।"

কপিল।—"বেদোক্ত কর্ম্ম করিলেই, ভগবদ্ভক্তির উৎপত্তি হয়। এই ভক্তির প্রভাবেই মোক্ষমার্গ সুগম হইয়া আইসে। কিন্তু জননী! অনেকেই এইরূপ প্রণালীতে পরিতৃপ্ত নহেন। তাঁহারা মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিযোগে পরমেশ্বরানুভব-জনিত অধিকতর আরাম আছে বলিয়া, তাহাতেই লিপ্ত থাকেন।"

মহর্ষি স্বীয় মাতাকে যে বিষয় অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন, তাহা সেশ্বর-সাংখ্যদর্শনের অন্তর্গত অতি উৎকৃষ্ট তত্ত্ব।

পাঠক পাঠিকারা ধীরভাবে এ বিষয় আলোচনা করিলে, ইহার গুরুত্ব কত, অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন্।

কপিল পুনরপি কহিতে লাগিলেন, দেবী! যাহা দ্বারা হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,—পরমাত্মার সন্দর্শন সম্পাদিত হয়,—মোক্ষলাভার্থ সুধীগণ যে বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—সেই জ্ঞান-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি আত্মস্বরূপ, আদিরহিত, স্বয়ং-প্রকাশিত এবং গুণ ও প্রকৃতি-সঙ্গ-বিহীন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রভাব-বলে প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই পরম পুরুষ। প্রকৃতি, বিষ্ণু-শক্তির প্রতিরূপা ও অব্যক্ত গুণশালিনী। তিনি লীলাক্রমে বিষ্ণুর নিকটবর্ত্তিনী হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সমুদয় ক্রিয়া প্রকৃতির গুণ প্রযুক্ত নিষ্পাদিত হয়, প্রকৃতির সঙ্গে উৎকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তৎসমস্ত তাঁহার কর্ত্তব্যসাধ্য,এইরূপ মনে করেন। জননী! পুরুষ স্বয়ং সাক্ষী-মাত্র—সুখস্বরূপ। কোন কর্ম্মেই তাঁহার প্রভূত্ব নাই। প্রকৃতিই—কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বের মূলীভূত হেতু। আর, পুরুষ কেবল সুখ-দুঃখের উপভোক্তা।

দেবহূতি।—এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্য্য, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে বুঝিলাম বটে,—কিন্তু, হে প্রিয়দর্শন! সম্প্রতি তুমি উহাদের লক্ষণ বর্ণন পূর্ব্বক আমার গোচর কর।

কপিল।—মাতঃ! সনাতন, সত্ত্বরজস্তম-গুণোপেত, অব্যক্ত-কার্য্য-কারণ-স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ ও সকলের আশ্রয়ভূত যে বস্তু,—তাহাই প্রকৃতি। সলিল, ভূমি, আকাশ, বহ্নি, বায়ু—এই পঞ্চ ভূত; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পঞ্চ তন্মাত্র; শ্রুতি,

রসনা, ত্বক্‌, নাসিকা, নয়ন, বাক্য, পাদ, ইত্যাদি,—এই ১০ দশ বহিরিন্দ্রিয়; অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি—এই ৪ চারি অন্তরিন্দ্রিয়,—মোটে এই ২৪ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। ইহা সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ-স্থল। 'কাল' লইয়া, ২৫ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পরিগণিত হয়। কাহারও কাহারও মতে 'কাল' এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তাঁহারা বলেন,—উহা বিশ্বপতির প্রভাব বৈ আর কিছুই নয়। আর, পুরুষ—সূর্য্যের সদৃশ নিগু'ণ, নির্ব্বিকার, ও কর্তৃত্ব-বিবর্জ্জিত। 'আমি কর্ত্তা'—যে মুহূর্ত্তেই পুরুষ এই অভিমান করেন, তদ্দণ্ডেই তিনি প্রকৃতিতেই সমাসক্ত হইয়া পড়েন; সুতরাং নিরানন্দ ও অনয়াত্ত হন। অর্থ ব্যতিরেকে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট। এ-দিকে আবার, বিষয়-ব্যাপারাদিচিন্তনে ব্যাপৃত থাকিলে, পুরুষের রাশি রাশি অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে। এই নিমিত্তই বলি,—চিত্তবৃত্তি অসাধু মার্গে ধাবমান হইলে পর. প্রগাঢ় ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে বশতাপন্ন করা কর্ত্তব্য।

অপর, যম-নিয়মাদি যোগ দ্বারা চিত্ত আয়ত্ত করিয়া, শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, সমগ্র ভূতে সমদৃষ্টি, মৌন অবলম্বন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিষয়নিস্পৃহতা, বিজন-স্থানে অবস্থিতি, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞানালাভার্থ জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিলেই, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ভগবতী! জলস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, ভূভাগস্থ ভাস্কর-বিম্ব দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সলিলস্থ ভানু-প্রতিবিম্ব সহযোগে যেরূপ গগনতল-স্থিত রবি দৃষ্ট হন—ইন্দ্রিয়, ভূত ও মনোময় আত্মার প্রতিবিম্ব দ্বারা সেইরূপ ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার,

ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-রূপে অবলোকিত হইলে, সেই অহঙ্কার দ্বারা পরমার্থ-পরিজ্ঞান-রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে।

দেবহূতি।—বৎস! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই যে নিত্য এবং উভয়েই উভয়ের যে আশ্রয়স্বরূপ, তাহা আমার হৃৎপ্রত্যয় হইল। ক্ষিতি ও গন্ধ যেমন পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না,—রস ও নীরের যাদৃশ অভেদ্য সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া, যেমন উহারা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে না,—তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষ সংপৃক্ত, অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ।

কপিল।—এক্ষণে সাবলম্বন যোগ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উহা দ্বারা মন মলারহিত ও সন্মার্গে প্রধাবিত হইতে থাকে। যথাশক্তি নিজাশ্রিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধার্ম্মিকগণের বন্দন, নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কারণ অনুরাগপ্রকাশ, অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ না করা, পরিমিতাহার, জনশূন্য স্থানে অবস্থান, অহিংসাদি উৎকৃষ্ট ব্রত গ্রহণ, সত্যকথন. তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যা শুদ্ধাচার, ঈশ্বরের আরাধনা এবং প্রাণায়ামাদির সংযতা-বলে অন্তঃকরণকে যোগাভিমুখে ধাবিত করিতে হয়। বহ্নি ও বাত দ্বারা স্বর্ণের বিশুদ্ধতা লাভের ন্যায়, যোগী শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ করিতে পারিলেই, শুদ্ধান্তর হন। প্রাণায়াম দ্বারা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা দোষ,—ধারণা দ্বারা মনোমালিন্য,—ও ধ্যান দ্বারা নাস্তিকতা বিদূরিত করিতে হয়। অতঃপর যোগমাহাত্ম্যে চিত্তপ্রবৃত্তি অমল ও সুসমাহিত হইলে পর, নাসিকাগ্র ভাগে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডপতির চিন্তায় মনঃসংযম করা কর্ত্তব্য। ভক্তগণের হৃদয় মনই তাঁহার উপবেশনোপযুক্ত একমাত্র আসন।

দেবহূতি।—সাংখ্যদর্শন গ্রন্থে প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতির বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তুমি তাহার উল্লেখ করিয়াছ। অধুনা তাহার মূল-স্বরূপ ভক্তি-যোগের বিষয় বর্ণন কর। উহা শ্রবণ করিলে, জীব, সংসারিক ব্যাপারে নিস্পৃহ হইয়া পড়ে। তুমি যেরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছ ও করিতেছ, তাহাতে আমার মনে হয়, তুমিই যেন যোগ-প্রকাশক দিনমণি।

কপিল।—দেবী! ভক্তিযোগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ভেদ-দর্শীয় যোগ—তামস, অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোগ; ধন-মান বা খ্যাতি-প্রতিপত্তির আশায় যে যোগ সমাহিত হয়, তাহা রাজস যোগ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ তাহাও উত্তম যোগ নহে, মধ্যবিধ যোগ। কিন্তু পাপ ধ্বংস করা উচিত, জগদীশের প্রতি প্রীতি প্রকাশ না হইলে, জীবের গত্যন্তর নাই, এবম্ভূত বোধ হওয়াই সাত্ত্বিক যোগ এবং ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার অন্য নাম নির্গুণ ভক্তি-যোগ। যেমন সুরধুনী-বারি, সমুদ্র-নীরে নিপতিত হইলেই, সাগর-সলিলের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিষ্কাম মনোগতি (অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে পার্থিব কামনাহীন প্রার্থনা) সেই ভাব লাভ করে, সুতরাং তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয় পদার্থ।

কপিলদেবের মহার্হ শিক্ষা লাভ করিয়া, কর্দ্দম-দয়িতা দেবহূতির প্রকৃত তত্ত্ব-দৃষ্টি জন্মিল। জননী ও সন্তানে পরস্পর কি উচ্চ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, পাঠিকাগণ আবিষ্ট মনে বিশেষরূপ অনুধ্যান না করিলে, ললনা-রত্নের গুণাবলির প্রাধান্য অবধারণে সমর্থ হইবেন না। কপিলের যশে তাঁহার গর্ভধারিণী যশস্বিনী, আপাততঃ এই প্রকার বোধ হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ প্রসূতির গুণেই সন্ততি গুণান্বিত হয়। দেবহূতির

প্রথমাবস্থায় চরিত-বিবরণে তাহাই সুব্যক্তরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। বীর নেপোলিয়ন্ এক সময়ে বর্ষীয়সী কোন ফরাসী কামিনীকে 'ফ্রান্সের অভ্যুদয়ের কারণ কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া, "ফ্রান্সদেশের বীর-প্রসূ বরারোহাগণের লোকোত্তর ক্ষমতাই তাহার হেতু"—যেমন এই সদুত্তর পাইয়াছিলেন, আমাদিগকে সেই রূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কপিল যে "আদি বিদ্বান্" নামে পরিচিত, 'সাংখ্য শাস্ত্রের তুল্য আর শাস্ত্র নাই'*—তাঁহার গ্রন্থের যে এরূপ অসাধারণ আদর,—তাহার কারণ কি? তদুত্তরে আমরা বলিব, কপিল-মাতা দেবহূতিই তাহার অদ্বিতীয় হেতু। এতদ্ভিন্ন অন্য পরিচয়ও উল্লিখিতরূপ গৌরবজনক। ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনিই ভক্ত-প্রবর ধ্রুবের পিতৃস্বসা (পিসী)। তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা 'আকূতি' ও কনিষ্ঠা ভগিনী 'প্রসূতি'র সম্বন্ধেও তিনি অল্প শ্লাঘ্য নহেন। কন্যাবর্গের ভর্তৃ-কুলের সংস্রবও বিলক্ষণরূপ শ্লাঘা-স্থল। আর, তাঁহার স্বীয় পতির সদ্গুণ উপমাহীন বলিলেও চলে। পুত্রের গরিমার তো পরিসীমাই হয় না।

দেবহূতির চরিত্র আলোচনা দ্বারা দুইটী বিষয় প্রতীতি হইতে থাকে। প্রথমতঃ তাঁহার পরিণয়-ব্যাপার, গান্ধর্ব্ব বিবাহের এক প্রধান উদাহরণ। দ্বিতীয়তঃ, এই উদাহরণটী বাল্যবিবাহ-পরিচায়ক কার্য্য নহে; প্রত্যুত, উহা বয়ঃস্থ অবস্থায় সমাহিত হয়।

এ স্থলে, কপিল-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত একটী গুরুতর বিষয়ের

* "নাস্তি সাংখ্য-সমং জ্ঞানং।"

মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে দেবহূতি-নন্দন কপিলকে যে আমরা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন,অর্থাৎ দ্বিতীয় কপিল বলিয়াছি, বেদান্ত-দর্শনের শারীরিক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য তাহার আভাস দিয়াছেন। শঙ্করদেবের উক্তিতে দ্বিতীয় কপিলের নামান্তর "বাসুদেব" প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। দেবহূতি-কুমারের যে অপর নাম 'বাসুদেব',তাহার অন্য প্রমাণাভাব। পক্ষান্তরে 'এই কপিল সাংখ্যদর্শনের মতই শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তিনি সাংখ্যসূত্রকার প্রাচীন কপিল ও তাঁহার অপর আখ্যা— "আদি বিদ্বান্।" নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা প্রথম কপিলকেই পুরাণকারেরা সেশ্বর-সাংখ্যকার-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণকর্ত্তারা মূল বেদ, উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি হইতে মূল বিষয় সংগ্রহ পুরঃসর যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা সময়ান্তরে বিলক্ষণ প্রমাণ করা যাইবে।

-:০:-

মদালসা।

দেবহূতির প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, মাতার গুণ-প্রভাবেই সংপুত্রের উদ্ভব হয়। সেই বিষয় দৃঢ়ীকরণ-মানসে পুনর্ব্বার ঐরূপ চরিত্রের একটি মহিলার বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। সেই অলৌকিক-গুণবতী সুপ্রসিদ্ধা নারীর নাম মদালসা।

মদালসার পিতা গন্ধর্ব্ব-জাতির রাজা ছিলেন। ঋতধ্বজ নামক্ এক বিখ্যাত মহীপতির সহিত তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রাজা ঋতধ্বজ যুবাবয়সে নিজ রূপ-গুণের অনুরূপা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া,

তাঁহাকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিতে যইবে। কালক্রমে ঋতধ্বজের ঔরসে মদালসার গর্ব্ভে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুবর্দ্ধন ও অলর্ক এই কুমার চতুষ্টয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান জননী-সকাশে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া, কিশোর কাল হইতে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন।

কোন সময়ে বিক্রান্ত রোদন করিতে করিতে, স্বীয় মাতার সমীপে সমাগত হইয়া, এইরূপ কহিতে লাগিলেন,—" জননী! জন কয়েক বালক আমাকে যার পর নাই কটূক্তি ও প্রহার করিয়াছে, আপনি জনকের গোচর করিয়া, ইহার প্রতিবিধান করুন। আমি নৃপতি-তনয় হইয়া, কেন তাহাদের সমক্ষে তিরস্কৃত হইব?"

মদালসা।—" বৎস! তুমি শুদ্ধাত্মা। আত্মার প্রকৃতি, নাম দ্বারা কলুষিত হয় না। তোমার 'বিক্রান্ত' এই আখ্যা বা 'রাজতনয়' এই উপাধি প্রকৃত পদার্থ নহে,—কল্পিত মাত্র। অতএব নরনাথ-নন্দন বলিয়া অভিমান করা,তোমার পক্ষে শোভা পায় না। তোমার এই দৃশ্যমান শরীর পাঞ্চভৌতিক। তুমি এই দেহ নহ। সুতরাং দেহের বিকারে ক্রন্দন কেন কর?

" ভক্ষ্য ও সলিলাদি দ্বারা দেহ পরিবর্দ্ধিত হয়। কায়-স্থিত ভৌতিক পদার্থ নিস্তেজ হইলে, শরীর জীর্ণ হইতে থাকে। দেহ বলহীন বা বলবান্ হইলে, তোমার আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। অতএব তিরস্কার প্রহারাদি দ্বারা তোমার কষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। আত্মার তেজঃস্বরূপ পরাৎপুরকে অনুসন্ধান করা তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"মূঢ়েরা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দূরীকরণার্থ আমোদ প্রমোদ

সম্ভোগ করাই, সুখজনক বলিয়া বোধ করে। কিন্তু, সুখ দুঃখ যে অস্থায়ী, এটী তাহারা অবগত নয়, ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়!'

মদালসার উল্লিখিত উপদেশপরম্পরা শ্রবণ পূর্ব্বক বিক্রান্তের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল। তৎপরে তিনি বনবাসাশ্রয় করিলেন। অগ্রজের দৃষ্টান্তে অনুজ সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দনও সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই ঘটনা নির্দ্দেশ কালে চৈতন্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের বিবরণ আমাদের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। ভক্তপ্রধান চৈতন্য, বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের কথা শুনিয়া, যেমন সংসারত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন, সেইরূপ শত্রুমর্দ্দন ও সুবাহুরও সংসারে বৈরাগ্য জন্মে।

যদি কেহ পুত্রগণের প্রতি মদালসাপ্রদত্ত শিক্ষা অপ্রকৃত মনে করেন, তবে তাঁহাকে এই মাত্র বলি, ধর্ম্মাত্মা পল্, লুথার্, থিওডোর্ পার্কার্ প্রভৃতির জননীর বৃত্তান্ত এক বার মাত্র পাঠ করুন্।

মদালসার উপদেশের গুণে পুত্রত্রয় অরণ্যবিহারী হইলেন দেখিয়া রাজা ঋতধ্বজ ভাবিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে তিনটী সন্তানই তো রাজ্যভার গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইল। এখন কি উপায়ে সর্ব্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র ভরসা-স্থল অলর্কের সংসারে অবস্থিতি ঘটে। তিনি একদা স্বীয় পত্নীকে যেরূপ ভাবে মিনতি করেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইল।

ঋতধ্বজ।—'প্রিয়তমা! তোমার শিক্ষা-প্রভাবে তিনটী তনয় সংসারবিমুখ হইল। এখন চতুর্থকে আর সেরূপ শিক্ষা দিও না। ধর্ম্ম উত্তম বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু

এই কুমারকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি-বিষয়ক এমন উপদেশ প্রদান কর, যাহাতে সে রাজ-গুণোপযুক্ত হইতে পারে।”

মদালসা।—“মহীপাল! যাহাতে আপনাকে আর আক্ষেপ করিতে না হয়, আমি তদ্বিষয়ে মনোযোগিনী হইলাম। আপনার অনুজ্ঞানুসারে অলর্ককে রাজনীতি ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব উভয়ই শিক্ষা দিব। কিন্তু ধর্ম্মনীতির প্রতি আমার অধিক দৃষ্টি থাকিবে, বলাই বাহুল্য মাত্র। ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যের লক্ষ্যস্থল। সেই ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর আবার মনুষ্যের আশা-ভরসা-স্থল; তিনিই একমাত্র শান্তির নিদান। জননী যদি পুত্রের পারত্রিক কল্যাণ কামনা না করেন, তবে আর কে করিবে? কেবল গৃহ-কর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বিধাতা জননী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন নাই।

অতঃপর অলর্ক আর বালক নহেন। এখন তিনি কৌমারা-বস্থা অতিক্রম করিয়া, যৌবন-দশায় উপস্থিত। সুতরাং তাঁহার মাতাও এক্ষণে আর তাঁহার কেবল প্রতিপালিকা নহেন। এখন অপত্যের যাহাতে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, সেই দিকে তাঁহাকে চিত্ত সমাবেশ করিতে হইল। এস্থলে আমরা মদালসার প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ প্রকটন করিলাম।

মদালসা।—“বৎস! তুমি এমন মধুর ভাবে রাজ্য শাসন করিবে যে, তদ্দ্বারা কেহই তোমার যেন বিপক্ষতাচরণ না করে। সুশাসনপ্রভাবে পৃথিবী পালন করিতে পারিলেই, তুমি পুণ্যজনিত সুখ সম্ভোগ পুরঃসর পুলকিত হইবে।

“যদি কোন রাজা কোন উৎসব-সূত্রে তোমার ভবনে সমাগত

হন, তবে সদাচরণ দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবে। নিকট কুটুম্বগণকে যাহাতে কোন রূপ অভাব অনুভব করিতে না হয়, তদর্থ সতত যত্নপর হইবে। সর্ব্বদা পরহিত-চিন্তায় নিরত রহিবে। পরস্ত্রী-চিন্তা স্বপ্নেও মনোমন্দিরে স্থান দিও না।"

"তাত অলর্ক! যাগ যজ্ঞ করিয়া পণ্ডিতদিগের সন্তোষ সাধনের চেষ্টায় থাকিবে। বিস্তর বিত্ত বিতরণান্তর শরণাগত জন ও ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্ত করিবে। নিজ পত্নীর প্রাণগত কামনা অবিলম্বে সাধন করিও, এবং অরাতিকুলকে সমর-ক্রিয়ায় প্রীত রাখিও।"

মদালসার প্রদত্ত সুশিক্ষায় অলর্কের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইল। অনন্তর ঋতধ্বজ, পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অলর্ক,যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া,জননী-চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! পরকাল ও ইহকালের সুখ ও মঙ্গলের নিমিত্ত কি কি কর্ম্ম করা উচিত, আমায় সম্প্রতি সে বিষয়ের উপদেশ দিন।"

মদালসা।—"প্রিয়তম! রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পর হইতেই প্রজাপালনে প্রবৃত্ত থাকিবে। ধর্ম্মশীল নৃপের পক্ষে প্রজারঞ্জন অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর পুণ্যক্রিয়া নাই। ধর্ম্মনীতি হইতে রাজনীতি বিভিন্ন পদার্থ নহে। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক নহেন, তাঁহারই নিকটে ঐ দুই স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নিঃস্বার্থ ভাবই পুণ্যের প্রাণ, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে পর, আর ঐ উভয়ের মধ্যে কোন বিভেদ লক্ষিত হইবে না। পাশ-ক্রীড়া, পানদোষ, পরগ্লানি, দিবস-নিদ্রা, অনর্থক পথ-পর্য্যটন, ভোগাভিলাষ, ব্যভিচার, পশুহত্যাদি নিন্দনীয় কার্য্য কোন মতেই হৃদয়ে স্থান দিবে না। লোভ-মোহাদি ৬ ছয় রিপু

হইতে, সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবে। মন্ত্রণা যেন ষট্‌কর্ণে অর্থাৎ তিন ব্যক্তিতে গমন না করে। গুপ্তচর দ্বারা মন্ত্রিগণের পরামর্শ অবগত হইবার উদ্‌যোগ করিবে; অন্যথা রাজ্যস্থিতি ও আত্মরক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিবে। কোন সচিব, দৈবযোগে তোমার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিলেও, তাহার প্রতি এরূপ সদাচরণ ও শিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিবে যে, তদ্দ্বারা সে বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে আর রাজদ্রোহী হইবে না। দেশ-পরিরক্ষণার্থ জ্ঞাতি-কুটুম্বকে প্রত্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে। রিপুজয়ী হওয়া, নরপতির সর্ব্বপ্রথম করণীয় বিষয়। তৎপরে, অমাত্য ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে স্ববশে আনয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ না হইলে, অরাতি-নিপাতে সমর্থ হওয়া যায় না। রাজ্যতন্ত্রের বন্ধন উল্লিখিত রূপ সুদৃঢ় না হইলে, রাজত্বভোগ এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া উঠে। কোপ, মত্ততা, অজ্ঞানতা, লোভ, কাম, অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ, অভিমান প্রভৃতি রাজন্যকুলের ধ্বংসের হেতু। পাণ্ডু, অনুহ্লাদ, ঐল, বেণ, বলি, ভূপবরেরা যথাক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ ও অভিমান দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। পুরন্দর, ঐ সমস্ত রিপু পরাজয় করাতেই, সংসারে তাঁহার বিজয়পতাকা সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজাদের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা পিককুলের সুস্বর বচন, মধুকরের সারগ্রহণ-শক্তি, কুরঙ্গের সাবধানতা ও ক্ষিপ্র-কারিত্ব এবং বায়সের মন্ত্রণারহস্য-রক্ষা শিক্ষা করেন। এতদ্ব্য-তিরিক্ত পিপীলিকা ও কীটের সদনেও কিঞ্চিৎ শিক্ষণীয় আছে। পিপীলিকার গুণ এই,—কোন কর্ম্মের সূত্রপাতের পর, তাহা হঠাৎ ত্যাগ করে না, যত ক্ষণে তাহাতে সিদ্ধমনোরথ না হয়,

তত ক্ষণ তাহার আরব্ধ ক্রিয়াস্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে থাকে। আর, কীট অজ্ঞাত-সারে নিগূঢ় ভাবে মহীরুহের ত্বকে প্রবিষ্ট হইয়া, নীরবে যেরূপ তরুত্বক্ সচ্ছিদ্র ও সারশূন্য করিয়া আনে, রাজারও উচিত, ঐ রূপে স্বীয় অভীষ্ট-পূরণে উদ্যোগী থাকেন। মহী-মণ্ডলে পাকশাসনের নীর-ধারা-সম্পাত দর্শন করিয়া, ধন-বিতরণ-বিষয়ে রাজাকে মুক্তহস্ত হইতে হইবে। ভাস্করের রস-সংগ্রহ-কার্য্য পর্য্যবলোকন করিয়া, প্রজাপুঞ্জের সকাশ হইতে মহীশ্বরের অর্থাহরণ শিক্ষা করা বিধেয়। প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, দণ্ডনীয় হইলেই, যথোচিত শাস্তি না দেওয়া, নরপতির পক্ষে ঘোরতর অকীর্ত্তিকর। পবন, যেমন অদৃশ্যভাবে সর্ব্বস্থানে গতিবিধি করেন, ভূমিপতি স্বয়ং না গিয়া গূঢ়চর দ্বারা বলীয়ান্ হইয়া, সেইরূপ সর্ব্বত্রগামী হইবেন।”

অলর্ক।—মাতঃ! আপনার সদুপদেশ-সংবলিত সার-গর্ভ হিতকর শিক্ষাবলে আমার আত্মদৃষ্টি জন্মিল। বর্ণাশ্রম-সংক্রান্ত কিছু কিছু হিতোপদেশ দিয়া, এক্ষণে আমার মোহ দূরীকৃত করুন, এই আমি প্রার্থনা করি।”

মদালসা।—“প্রিয়দর্শন অলর্ক! আমি যদ্রূপ বলিয়া যাই, তুমি অনাবিষ্ট না হইয়া, তাহা শুন। যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন দ্বিজাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত। দান-গ্রহণ, যজন ও যাজন তাঁহাদের উপজীব্য। ক্ষত্রিয় জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম—দান, অধ্যয়ন ও যাগ। করণীয় কার্য্য-বিষয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রের কোন বৈষম্য নাই। উপজীবিকাতেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রজারঞ্জন ও রণানুষ্ঠানই, রাজন্যগণের উপজীবিকা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যাহা পরম ধর্ম্ম, বৈশ্যেরও তাহাই ধর্ম্ম বটে; কিন্তু ইহাদের উপ-

জীবিকা—কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বণিক্-বৃত্তি। যজ্ঞকার্য্য ও দান করা এবং বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য এই ৩ তিন বর্ণের সেবা করা, শূদ্রের অবশ্য প্রতিপাল্য কার্য্য। শিল্প, ইহাদের প্রধান জীবনোপায়।”

কি সাধারণ হিতশিক্ষা, কি রাজনীতি, কি বর্ণাশ্রম-বিষয়ক উপদেশ—মদালসার এ সকলই মধুর, মনোহর ও নীতিমূলক। মাতা মদালসা কর্ত্তৃক উক্তরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, অলর্কের উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। মদালসা-কুমার অলর্কের চরিত অধ্যয়নে এই উদ্বোধ হইতে থাকে, প্রাচীন সময়ে রাজ্যতন্ত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত না হইলে, ক্ষিতিপতি-নন্দনেরা পরিণয়ের অধিকারী হইতেন না।

একে মদালসার শিক্ষা, তাহার উপর অলর্কের সদৃশ উপযুক্ত পাত্র, তাহার শ্রোতা। এ দুইটী মণি-কাঞ্চন-সংযোগ-বৎ পরম উপাদেয় ফল উৎপাদন করিল। সুনিয়মে, সুশাসনে অলর্ককে রাজ্য পালন করিতে দেখিয়া, মদালসা, পতি সহিত কাননে যোগসাধনার্থ গমনোদ্যত হইয়া, যাত্রাকালে একটী অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দিয়া বলিয়া গেলেন,—“যখন তোমার বন্ধুবান্ধব-বিরহ-জনিত ক্লেশ দুঃসহ হইবে, বৈরপ্রপীড়িত হইয়া, নানা যন্ত্রণায় পড়িবে, বা কোন প্রকারে চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে,—তৎকালে এই অঙ্গুরীয়ে যাহা লেখা আছে,একাগ্রহতা-সহকারে পাঠ করিবে।”

মদালসার সংসর্গ, প্রজাপুঞ্জের কত প্রীতিকর ছিল, একটী মাত্র কথায় তাহা সপ্রমাণ হয়। তাঁহার রাজ্য-ত্যাগে নগরীর অভ্যন্তর-ভাগে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অলর্কের বনপ্রস্থিত ভ্রাতা সুবাহু, সর্ব্বানুজ অলর্কের খ্যাতি-

বাদে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া, অলর্কের পরম বৈরী কাশীরাজের আশ্রিত হইলেন। কাশীরাজ, দূত দ্বারা অলর্ককে জানাইলেন, 'তোমার ভ্রাতা রাজত্বাভিলাষী; অতএব তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর।' অলর্ক, সহজে রাজ্য পরিত্যাগের পাত্র ছিলেন না; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অবশেষে অলর্ক পরাভূত ও তাড়িত হইলেন। এই বিপদের সময়ে মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়কের বৃত্তান্ত অলর্কের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। সেই হিতোপদেশের ফলিতার্থ এই :—

"মনুষ্যের সহবাস পরিবর্জ্জন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প, যদি ইহা অসাধ্য হয়, তবে সাধুসঙ্গ ধর। বিষণ্ণতার ঔষধ এমন আর কুত্রাপি নাই। সর্ব্ববিধ কামনা দূর করাই বিধেয়। ইহাতে অশক্ত হইলে, কেবল মোক্ষের বাসনা করা ভাল। মুক্তিপ্রাপ্তি, বিষাদের অব্যর্থ ভেষজ।"

মদালসার মাহাত্ম্য-পরিচায়ক কত কথা বলিব? মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—"মদালসার গর্ভে পরিপুষ্ট ও মদালসার স্তন্যে পরিবর্দ্ধিত সন্তান কখনও কি অন্য নারীর গর্ভজাত তনয়ের মার্গানুসরণ করে? কখনই না।"* মদালসার চরিত্র সবিশেষ বিশ্লেষ করিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা, মদালসার হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্ম-পিপাসু। কেবল ধর্ম্মে নহে, রাজনীতিশাস্ত্রেও তিনি পারগামিনী ছিলেন। ফলতঃ তিনি কেবল নিজ সম্প্রদায়ের গণনীয় নহেন, ভারতের রাজ্ঞীদিগের আদর্শ। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে, মানব, অপার্থিব ভাবের অধিকারী হয়।

* উষ্ট্বা মদালসাগর্ব্ভে পীত্বা তস্যাস্তথা স্তনং।
নান্যনারীসুতৈর্যাতঃ বর্ত্ম যাত্ব্রত পার্থিব!

বিশিষ্টা।

জননীর মাহাত্ম্য থাকিলেই, পুত্র মহাত্মা হন,—দেবহূতি ও মদালসার চরিত্রে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পুনরায় ঐ শ্রেণীর আর একটী মহিলার বিবরণ লিখিত হইল। দেবহূতি ও মদালসা পৌরাণিক সময়ের,বিশিষ্টাদেবী তদপেক্ষা অপ্রাচীন কালের হই-লেও,ইতিহাসোল্লিখিত কালের কামিনী; সুতরাং আধুনিক নহেন। তাঁহার বিষয় আলোচনায় অনেকেই আমোদিত হইবেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী কেরল প্রদেশে চিদম্বর নামক গ্রামে বর্ত্তমান সময়ের ১১০০ একাদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে শিবগুরু নামে এক বিপ্র বসতি করিতেন। তিনি মালব দেশের নাম্বুরি-অভিধেয় ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার অন্য নাম বিশ্বজিৎ। এই প্রবন্ধে আমরা কখন শিবগুরু, কখন বা বিশ্বজিৎ—তাঁহার এই ২ দুই নামই উল্লেখ করিব। এস্থানে যে মহিলার মহত্ত্ব কীর্ত্তিত হইতেছে, তিনি সেই দ্বিজবরের গৃহলক্ষ্মী। তিনি মঘমণ্ডন নামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁহার নাম বিশিষ্টা। গ্রন্থ-বিশেষে তাঁহার নামান্তর শ্রীমহাদেবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এক অসামান্যা নারী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ও শিবগুরুর ঔরসে,৩৮৮৯তিন হাজার আটশত ঊননব্বই কলিগতাব্দে (অর্থাৎ ৭১০ সাত শত দশ শকে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) জগৎপূজ্য শঙ্করাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। শঙ্করাচার্য্যের জন্ম-সম্বন্ধে ২ দুইটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথম এই যে,—অপত্য-কামনায় দেবী বিশিষ্টা মহাদেবের তপস্যায় দেহ

ক্ষয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই কঠোর সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ও দিকে বিশ্বজিৎ অপুত্রক হওয়ায়, সংসার পরিত্যাগ করিয়া, চিদম্বরস্থিত শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এরূপ প্রবাদ,—বিশিষ্টা দেবীর উৎকট তপশ্চরণে পরিতুষ্ট হইয়া, চিদম্বরের মহেশ্বর তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হন। এই উপলক্ষে চিদম্বরের লোকেরা তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া দেয়। তিনি বিশুদ্ধস্বভাবা হইলেও, জনাপবাদে আপনাকে লজ্জিত ও ঘৃণিত স্থির করিয়া, জন্মের মত দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লোক-লাঞ্ছনা হইতে, নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়ে এক দিন বিশিষ্টা দেবীর পিতার প্রতি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হইল,—'তোমার কন্যা বিশুদ্ধচারিণী। সাবধান, যেন কোন ক্রমেই তাঁহার গর্ভপাত না ঘটে। তোমার তনয়ার গর্ভে মূর্ত্তিমান্ ব্যোমকেশ আবির্ভূত হইয়াছেন।'

দ্বিতীয় জনশ্রুতি-অনুসারে শিবগুরু সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পুরঃসর কখনই অরণ্যবাসী হন নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গৃহধামে থাকিয়া, সপত্নীক তপশ্চর্য্যা দ্বারা শরীর পাত করেন। অবশেষে একদা ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি, দম্পতির পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া, বর প্রদান করিতে চাহিলেন। বিশিষ্টা দেবীর ভর্ত্তা, সর্ব্বগুণ-সমলঙ্কৃত পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া, তিরোহিত হইলেন। অনন্তর মহাভাগা দেবী, স্বামি-সমক্ষে এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া, প্রহৃষ্টান্তঃকরণ স্ব-ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সুলক্ষণাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জ এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।

এই ২ দুই ঘটনার মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ বাহুল্য-বর্ণন-দোষে দূষিত, পাঠিকারা পাঠমাত্র প্রতীতি করিতে পারিবেন, এজন্য, এস্থলে ঐ বিবরণ অবিকল লিখিত হইল।

এই শঙ্কর দেব যেরূপে উত্তর কালে অদ্বৈত-মত প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমশঃ তাহা সঙ্কলন করিয়া, বিচারিত হইতেছে, মাতাপিতার উদ্যোগে ৮ অষ্টম বৎসরে শঙ্করের উপনয়ন ব্যাপার সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাঁহার বেদ-শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ৪ চারি বৎসর মাত্র শ্রৌত-শাস্ত্রাধ্যয়নে পর্য্যবসিত হয়। এই সময়ে তাঁহার জনক, কলেবর পরিত্যাগ করেন। ১২ দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় প্রয়োজনীয় তাবৎ শাস্ত্রানুশীলন সাঙ্গ হয়। এই ঘটনাটী অস্বাভাবিক, সুতরাং অবিশ্বাস্য,—অনেকে এই প্রকার মনে করিতে পারেন। যাঁহারা এ বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইবেন, তাঁহারা সুবিখ্যাত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের শিক্ষা বিষয় পাঠ করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, বিশ্বজিতের অবর্ত্তমানে শঙ্কর-জননীই স্বীয় সন্ততির সর্ব্ববিষয়ের একমাত্র ভরসাস্থল হইলেন। ভর্ত্তৃ-বিয়োগের পরেও যে,আচার্য্য শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ বন্ধ হয় নাই,শিব-গুরু-বনিতার অত্যুত্তম উদ্যম তাহার একমাত্র কারণ, তৎপক্ষে কিছুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। এই সময়ে অর্থাৎ১৬ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শঙ্করাচার্য্য প্রাচীন প্রসিদ্ধ ১০ দশ উপনিষদের * ও বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। এই সময়েই হউক, বা ইহার অল্পকাল পরেই হউক,

* ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য,তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয় এই ১০ দশ উপনিষদ।

সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করিবার বাসনা তাঁহার অন্তঃকরণে বলবতী হইয়া উঠে। কেবল স্বীয় জননীর অনিচ্ছা প্রযুক্ত তাহা সফল হইতে পায় নাই। মাতা, পুত্রকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিবার কারণ প্রাণপণ চেষ্টিত থাকেন। ইহাতে পুত্রের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের প্রথম প্রয়াসের ন্যায় তাঁহারও মনোরথ ব্যর্থ হয়। পরিশেষে যে ঘটনাচক্রে শঙ্করের সন্ন্যাসাবলম্বন ও গৃহধাম পরিবর্জ্জন সংঘটিত হয়, তাহা এই,—

একদা নিজ মাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া শঙ্করদেব, কোন আত্মীয়ের ভবনে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে পথ-মধ্যে দেখিতে পাইলেন, গমনকালে যে তটিনী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাহা বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণা। তরঙ্গিণীর প্রবল প্রবাহের খর্ব্বতা হউক, তৎপরে পর পারে গমন করিব, এই স্থির করিয়া, প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া, জননী ও পুত্র নদীতে অবতরণ করিলেন। বলবতী স্রোতস্বতী-গর্ভে গমন করিতে করিতে, শঙ্করের কণ্ঠদেশ জলমগ্ন হইয়া আসিল। তখন তিনি সুন্দর অবসর পাইয়া কহিলেন, 'মা! যদি আমায় সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনের অনুজ্ঞা না দাও, তবে উভয়কেই সলিল-নিমগ্ন হইতে হইবে। আর যদি আমাকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অনুমতি প্রদান কর, তাহা হইলে, পরাৎপরের অর্চ্চনা করিয়া, দুই জনেরই প্রাণযাত্রা-বিধানের সদুপায় সমুদ্ভাবন করিতে পারি।' *

শঙ্কর-জননী বিষম বিপাক দেখিয়া, অগত্যা তনয়ের মতে

---

* কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—মাতার মরণ পর্য্যন্ত শঙ্কর গৃহস্থাশ্রমে বসতি করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে এই মত স্বীকৃত হয় নাই।

মত দিলেন। তখন শঙ্কর, মাতাকে স্বকীয় পৃষ্ঠে আরোহিত করিয়া, সন্তরণ দ্বারা, নদীর পর পারে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সংসারাশ্রমের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া, স্বাভিলষিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রোদ্দেশে মনের আনন্দে যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি নানা দেশ, কত শত জনপদ-মণ্ডল ও ভূরি ভূরি রাজ্য পরিভ্রমণান্তর শৃঙ্গাখ্য অদ্রিমধ্যে সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যপরম্পরা পরিবৃত হইয়া, বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে থাকেন। সেই সময়েই বিশিষ্টা দেবীর অন্তিম সময় সমাগতপ্রায় হয়। একে স্বামিবিহীনা হওয়ায়, যার পর নাই দরিদ্রবেশধারিণী, তাহাতে আবার তিনি বর্ষীয়সী হইয়াছিলেন। এই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়া, একমাত্র আশা ও সান্ত্বনার স্থল প্রিয় কুমারকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোন সুযোগে শঙ্করাচার্য্য, জননীর সেই দুর্দ্দশার কথা শ্রুতিগোচর করিবামাত্র মাতৃ-সন্নিধানে আগমন করিলেন। শিষ্য-প্রশিষ্যদ্দিগকে আশ্বাস দিয়া, কাল্লী গ্রামে যথায় বিশিষ্টা দেবী ছিলেন, তথায় শঙ্করাচার্য্য উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার জননীর আর্ত্তস্বর,বিলাপধ্বনি, মর্ম্মবেদনা প্রভৃতির অবসান হইল।

বিশিষ্টা দেবী, পুত্র-দর্শন-রূপ অভাবনীয় সৌভাগ্য ভোগে আশ্বস্ত হইলেন। পরে তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, পুত্রকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন :—

বিশিষ্টা।—'বৎস! আমার তো চরম সময় সমাগত। আমি অজ্ঞানা নারীমাত্র। এ অবস্থায় আমার যাহা করা বিধিসঙ্গত ও পরমার্থকর, তাহার উপদেশ দাও।'

জননীর বাক্যাবসানে শঙ্কর, নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব কহিতে

লাগিলেন। জ্ঞান-প্রধান ও অনধিগম্য তথ্য বিশিষ্টা দেবীর অন্তর ধারণা করিতে সমর্থ হইল না। তিনি যেরূপ বলিতে থাকিলেন, এস্থলে তাহা যথাবৎ প্রকটন করা গেল।

বিশিষ্টা।—সেই দুরধিগম্য নিরাকার ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারি,আমার এমন সামর্থ্য কি? আমি মহোচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের অনধিকারিণী। আধ্যাত্মিক বিষয়ের উচ্চ অঙ্গের অনুধ্যান করিতে পারা, আমার সাধ্যাতিরিক্ত। কেন না, আমি কোমলমতি, ধর্ম্মবলহীনা—সামান্যা নারী। অতএব আমারে শিব,সুন্দর, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, সগুণ ব্রহ্মের বিষয় বর্ণন দ্বারা আমার উপকার সংসাধন কর।

শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ মাতাকে মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তির উপদেশ দিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্তের তৃপ্তি হইল না দেখিয়া, প্রশান্তদর্শন বিষ্ণু দেবতার স্তোত্র পাঠ দ্বারা নিজ মাতার আনন্দ বিধান করিলেন। অতঃপর বিশিষ্টাদেবী মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

এরূপ প্রবাদ যে,—মালবের লোকেরা শঙ্কর-মাতার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত অগ্নি প্রদান বা শবদাহ কার্য্যে কোন প্রকার আনুকূল্য করে নাই। তাহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন ও বিরূপ ছিল। তাহার কারণ,তিনি প্রচলিত ধর্ম্মমতের উপর ঘোরতর আঘাত করিয়াছিলেন। সেই আঘাতের প্রতিঘাতে তাঁহার ঐ দুরবস্থা সংঘটিত হয়। দেশ,ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণকে যে চিরন্তন মর্ম্মপীড়া পাইতে হইয়াছে, শঙ্করের ভাগ্যে তাহা না ঘটাই বিচিত্র। শুদ্ধ ঐ প্রতিকূলাচরণই যে একমাত্র মর্ম্মশূল, তাহাও নয়। শঙ্করদেবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে দোষারোপ শুনা যায়, তাহা ঐরূপ লোকদিগেরই স্বকপোলকল্পিত বৈ আর

কিছুই নয়। মহাত্মা ঈশার জন্ম-সম্বন্ধেও অবিকল এই প্রকার অখ্যাতি শ্রুত হওয়া যায়। ধর্ম্মবীরপ্রসূ বিশিষ্টা দেবীর অখ্যাতি কদাচ সম্ভাবিত ও বিশ্বাস্য নহে। দেবহূতি ও মদালসার সহিত তুলনা করিলে, বিশিষ্টা, তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বা তাঁহাদের সমকক্ষ হইবেন না। না হউন, দেবী বিশিষ্টা যে,একটী নানাগুণ-বিশিষ্টা রমণী, তদ্বিষয়ে কোনই দ্বিধা নাই। তাঁহার পুত্র শঙ্করাচার্য্যই তাঁহার মুখ চিরকাল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কিরূপ ক্ষমতাপন্ন অসাধারণ দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই পুস্তকের স্থলান্তরে সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। এখানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে, অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে।

জটিলা।

যে গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, এই উৎকৃষ্টস্বভাবা কামিনীর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, তাহা এক খানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। তাহার নাম রামায়ণ। ইহার তুলনায়, মনুসংহিতা ও মহাভারত, অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। মহাভারতের মূল অংশ বর্ত্তমান সময়ের * ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের রচিত। অতএব বাল্মীকি-প্রণীত মূল রামায়ণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এ বিষয়ে সাহেবেরা যাহা বলেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রস্তাবের উপক্রমণিকায় অধিক বাক্যাড়ম্বর না করিয়া, একবারেই প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

উল্লিখিত প্রমাণে বিদ্যমান সময়ের ৪০০০ চারি হাজার বর্ষ পূর্ব্বে জটিলা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তপশ্চরণ পুরঃসর দিনাতিপাত করিতেন। কিছুকাল পরে রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণে দণ্ডক ও পঞ্চবটী ভ্রমণ করিতে করিতে, অবশেষে জটিলার আশ্রমে গিয়া উপনীত হন। জটিলা, এক অসামান্যা তপস্বিনী; তিনি শবরী † হইলেও, মতঙ্গ মুনির শিষ্যগণের পরিচারিকা ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অনুশীলনে বুঝা যায়, মৃত্যুসময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবনী-সংক্রান্ত অন্য তথ্য জানা যায় নাই। তাঁহার আশ্রম, পম্পা নদীর সমীপবর্ত্তী ও বহুবিধ-তরুরাজি-বিরাজিত হওয়ায়, নিতান্ত নির্জ্জন ও মনঃসংযমের উপযুক্ত স্থান ছিল।

---

* ১৮০৮ শকের।

† শবরী শব্দের অর্থ ব্যাধ-দুহিতা। 'অধিকাংশ স্থলেই জটিলা, "শবরী," "সিদ্ধা শবরী" আখ্যায় পরিচিত। তন্নিবন্ধন আমরাও স্থলবিশেষে তাঁহাকে "শবরী" সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিলাম।

তিনি, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তপোবন-মধ্যে সমাগত দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র, তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "অয়ি তাপসী! তোমার তো কোন বিপদ্ নাই? তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে তো? ভোজন ও ক্রোধ, তোমার স্ববশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে কি? তুমি অন্তরের সুখলাভ করিয়াছ কি না? তুমি গুরুর যে পরিচর্য্যা করিয়াছ, তাহা তো সার্থক হইয়াছে?

জটিলা।—"আপনার সন্দর্শন হেতু অদ্য আমার তপঃসিদ্ধি হইল; আমার জন্মধারণ ও তপঃসাধন সফল হইল। হে পুরুষোত্তম রাম! আজি আপনার পূজা করিলেই, আমার স্বর্গলাভ ঘটিবে। আমি যে ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহাতেজাঃ মুনিগণের শুশ্রূষায় নিরত ছিলাম, আপনি অতুলপ্রভাশালী বিমানযোগে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলে পর, তাঁহারা ত্রিদিবারূঢ় হইলেন এবং যাইবার কালে কহিয়া গেলেন, 'শ্রীরামচন্দ্র. এই আশ্রমে পদার্পণ করিবেন।' তাঁহাদের আদেশক্রমে আমি আপনাদের ২ দুই জনের আতিথ্য সেবায় অভিলাষিণী হইয়াছি। আমি আপনাদিগের নিমিত্ত পম্পাতীরোৎপন্ন ভূরি ভূরি আরণ্য ফল, মূল, কন্দাদি আহরণ করিয়াছি।"

তৎপরে রামচন্দ্র, শবরীকে কহিলেন "তপস্বিনী! আমি দনুর সকাশে তপস্বীদিগের মহিমা শ্রবণ করিয়াছি। যদি তুমি সম্মত হও, তবে এক্ষণে সেই মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দেখিতে বাঞ্ছা করি।"

জটিলা। —"নিবিড়-মেঘ-সদৃশ, মৃগ-পক্ষি-পরিপূর্ণ-মতঙ্গ-বন এই দেখুন। এখানে ধর্ম্মাত্মা তাপস-কুল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক

প্রজ্বলিত বহ্নিতে নিজ নিজ দেহ আহুতি দিয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, প্রত্যক্স্থলী নামক বেদী। লোকারাধ্য সেই মহর্ষিরা এই বেদীতে কুসুমোপহার দিতেন। এই বেদী আজ পর্য্যন্তও কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে! তাঁহারা স্নানের পর বৃক্ষোপরি যে বল্কল রক্ষা করিতেন, দেখুন, অদ্যাপি তাহা শুষ্ক না হইয়া, কেমন অবস্থায় আছে! মুনিগণ, পদ্ম ও অন্যান্য যে সকল পুষ্প দিয়া, দেবার্চ্চনা করিয়াছিলেন, এখনও সে গুলি ম্লান হইয়া যায় নাই। দেব! সমগ্র বনভাগ আপনাকে দেখাইলাম। আপনার যাহা শুনিবার বিষয় ছিল, তৎসমস্ত শুনাইলাম। এক্ষণে আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেই, আমি তনুত্যাগ করিতে পারি। যাঁহারা এই তপোবনের অধিস্বামী ছিলেন, এবং আমি যাঁহাদিগের সেবা করিয়াছি, এখন তাঁহাদের সন্নিহিত হইবার কামনা করিতেছি।"

সিদ্ধা শবরী জটিলার পূর্ব্বোলিখিত বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, দাশরথি, অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমাদের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়াছ, অধুনা স্বীয় বাঞ্ছিত স্থানে স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পার।"

অতঃপর কৌপীন-ধারিণী ব্যাধকন্যা জটিলা, রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই, অগ্নিকুণ্ডে স্ব-শরীর পাতিত করিলেন। অনলে দগ্ধ হইবার সমকালে বিদ্যুৎবৎ তাঁহার দেহের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিভাসিত হইল। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য হইতে একরূপ অপূর্ব্ব সদ্গন্ধ উদ্গত হইতে লাগিল।

মহাভারত-মধ্যে আর এক জটিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি, গৌতম বংশীয় এক ধর্ম্ম-পরায়ণা কন্যা। তিনি,

৭ সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই জটিলাও অতি পুরাকালের। কারণ, মহাভারতকার বলিয়াছেন, পুরাতন পুরাণে তাঁহার বৃত্তান্ত নির্দ্দেশিত আছে। যাহা হউক, এই জটিলা, রামায়ণোক্ত জটিলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রামায়ণের জটিলা, চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, পাঠমাত্র প্রতীতি হইতে থাকে। দ্বাপরে কৃষ্ণের সমসাময়িক এক বৃদ্ধা জটিলার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। সেই প্রবীণা পুরন্ধ্রীও রামায়ণ-বর্ণিত জটিলা হইতে নিতান্ত স্বতন্ত্র। আশ্চ-র্য্যের বিষয়, যেখানেই জটিলার প্রসঙ্গ আছে, সেই খানেই তাঁহার বর্ষীয়সী মূর্ত্তি আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মিষ্ঠা বিশিষ্টা দেবীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এখন বিবিধ-গুণ-শীলা জটিলার বিবরণ আলোচিত হইল। জটিলা, ধর্ম্ম ও গুরুশুশ্রূষা বিষয়ে অনেকেরই আদর্শ-স্থল। তিনি, হীনজাতীয়া ব্যাধরমণী হইয়াও, ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণীকৃত হইতেছে, এই সময়ে দ্বিজ ভিন্ন অন্যান্য জাতিরাও ধর্ম্ম যাজন করিতে পারিতেন। ফলতঃ, জটিলা শবরী এক অদ্ভুত কামিনী। তপঃ-প্রভাবে যিনি হুতাশনে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বকীয় তনুপ্রভায় চারি দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া, পুণ্যলোকে গমন করিতে পারিয়াছেন, যিনি জন্ম কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার অলোক-সামান্য প্রভাবই তাঁহার নাম জগতে দেদীপ্যমান রাখিয়াছে ও চিরযুগ তদ্রূপ রাখিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে ব্রহ্মচর্য্যের স্রোত চলিয়াছে, অকপটহৃদয়া জটিলা প্রভৃতির চরিত্রই তাহার মূলীভূত।

চন্দ্রকলা।

ইদানীং ২ দুইটী ধার্ম্মিকা নারীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। একের নাম চন্দ্রকলা, অপরের নাম সুলোচনা। সুলোচনা রাজকুমারী ও রাজমহিষী; চন্দ্রকলা তাঁহারই দাসী। দাসী হইয়াও, তিনি স্বীয় কর্ত্রীর উপর স্থান পাইয়াছেন. ধর্ম্মজ্ঞানে তিনি সুলোচনাপেক্ষা গরিষ্ঠা ছিলেন, এই তাঁহার মহত্ত্বের কারণ। প্রভুর অগ্রে ভৃত্যের সম্মাননার হেতু পাঠিকারা নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া, মূল বিষয়ে প্রবৃষ্ট হওয়া গেল।

তালধ্বজ নামক প্রদেশে বিক্রম রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মাধব নামে এক সন্তান ছিল। মাধব ভূপতি এক দিন স্বীয় দল-বল-সহকারে শিকারে নিষ্ক্রান্ত হন। সৈন্য সামন্তকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অতি প্রচণ্ড বেগে তিনি এক লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে নিবিড় বিপিনের অভ্যন্তরে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে একটী মাত্রও অনুচর বা সহচর তাঁহার সঙ্গে নাই। এই সময়ে তিনি সম্মুখ ভাগে এক লাবণ্যময়ী রমণী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই মহিলার নাম চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা সেই বনাভ্যন্তরস্থ জলাশয় হইতে জল আনয়নের কারণ আসিতেছিলেন। তিনি বীরবাহু নামক এক ক্ষত্রিয়ের প্রিয়তমা। তালধ্বজ পুরীই তাঁহার বসতিস্থান। তিনি প্লক্ষ দ্বীপের অন্তর্গত দ্বীব্যন্তী নগরীর অধিরাজ গুণাকরের সুলোচনা নাম্নী কন্যার সখীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া তালধ্বজ পুরীতে অবস্থিতি করেন। মাধব নৃপতি প্রথমতঃ নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহার সন্দর্শন লাভে ভীতিমুক্ত হইয়া আশ্বস্ত হই-

লেন। কিছু ক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে কলুষময় ভাবের আবির্ভাব হইল।

রাজতনয়, গান্ধর্ব্ব বিধানে কন্যার পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া, তাঁহার নিকট স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিলে, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, 'ধর্ম্ম স্বয়ং ধার্ম্মিককে বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন,'*—এই মহাবাক্য অদ্য এই দণ্ডেই পরীক্ষিত হইবে। তৎপরে তেজস্বিনী ধর্ম্মশীলা চন্দ্রকলা কি কি সুক্তিগর্ভ বচন প্রয়োগ করিয়া, রাজকুমারকে শাসিত ও পাপচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, পাঠিকারা শ্রবণ করুন।

চন্দ্রকলা।—হে নৃপবর! রাজার সুশাসনে রাজ্যের তাবৎ লোক দুষ্ক্রিয়া ও কলুষাদি হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা অপেক্ষা রাজার শ্লাঘ্য আর কি আছে? সংস্বভাব ভূপতিগণের রাজত্বে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। সমস্ত শাসনকর্ত্তা যদি আপনার মত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তবে আর কে তাহাদিগকে সৎপথে চালিত করিবে? বিরল স্থল পাইয়াছেন বলিয়াই, ওরূপ প্রস্তাব করা আপনার সদৃশ ব্যক্তির উচিত হয় নাই। পরাৎপর ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ইহা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। মহাভাগ! আমাকে অনূঢ়া ভাবিবেন না। আমি বীরবাহু ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা, সলিল আনয়নার্থে এখানে আগমন করিয়াছি; এই বিভীষিকা-সঙ্কুল স্থলে অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির কারণে আসি নাই। আপনি স্ববংশানুরূপ ও রাজোচিত বাক্য না বলিয়া, তদ্বিপরীত কেন করিলেন, বুঝিতে

---

* "জল্পন্তু সূরয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।
এতত্ত জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥"

পারিতেছি না। ভবদ্বংশীয়গণ পরস্ত্রী বিষয়ে ক্লীববৎ আচরণ করিতেন। আমি একে অবলা কুলবালা, তাহাতে এক্ষণে অসহায়া। আপনি একাকী হইলেও, ভীম-পরাক্রমশালী, পরম বীর। আমার পাতিব্রত্য নষ্ট করিলে, আপনার অযশ বৈ সুযশ হইবে না। মানব-জন্ম অতি দুর্ল্লভ। সেই দুষ্প্রাপ্য জন্ম লাভ করিয়া, অকীর্ত্তিকর ক্রিয়া-কলাপে মুগ্ধ থাকা, বিজ্ঞজনোপযুক্ত কার্য্য নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবেন,—লোভ লইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে পাপ, পাপ হইতে মরণ, মরণ হইতে নরক হয়। অতএব মনে মনে লোভের প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য যেমন অজ্ঞতা-দোষে মাংসাচ্ছন্ন বড়িশগ্রাসে মৃত্যু আলিঙ্গন করে, আপনি সেইরূপ লোভাধীন হইয়া, মোহান্ধতা বশতঃ পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন না। বিবেকই সম্পদের মূল এবং তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবিবেক, আপদ্ আনয়ন করে।

হে ক্ষিতীশ! প্লক্ষ দ্বীপান্তর্ব্বর্ত্তী দীব্যন্তী নগরে অশেষ গুণবান্ 'গুণাকর' নরপালের সুলোচনা নাম্নী কন্যার আমি দাসী ছিলাম। যদি অভিরুচি হয়, তবে আপনি তাঁহার পাণি গ্রহণ করিতে পারেন। অদ্যাবধি তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার তুল্য রূপ-গুণবতী সতী কন্যা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিলে, আপনার মনোবাঞ্ছা সর্ব্বাংশে ফলপ্রসূ হইবে।

সুলোচনা।

চন্দ্রকলার বিবরণ সমাপন করিয়া,সম্প্রতি সুলোচনার আখ্যান বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্লক্ষ দ্বীপে দীব্যন্তী পুরীতে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ নগরের অধিপতি গুণাকরের ঔরসে ও তৎপত্নী সুশীলার গর্ব্ভে তাঁহার উদ্ভব হয়। তদীয় রূপ, গুণ, স্বভাব, পাণ্ডিত্যাদি বিষয় কিরূপ ছিল, বর্ণনা করা এক প্রকার দুর্ঘট। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মশীলা চন্দ্রকলার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছি, সেই কন্যা তাঁহার পরিচারিকা ছিলেন। তালধ্বজ নগরস্থিত বীরবাহু নামক ক্ষত্রিয়ের প্রণয়িনী হইবার পর,তিনি দীব্যন্তী হইতে নিজ স্বামীর নিকেতন তালধ্বজ প্রদেশে গমন করেন। পরিণয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যত দিন চন্দ্রকলা, সুলোচনার প্রিয়তমা সহচরী ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের উভয়ের কি সুখেই দিন যাপন হইত! উভয়ের ধর্ম্ম-মত কত যে মহোন্নত ছিল, এই অঙ্গনার জীবনীর আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে,তাহা সুস্পষ্ট হৃদ্গত হইতে থাকিবে।

চন্দ্রকলার পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্গত কথানুসারে মাধব রাজা, সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, দীব্যন্তী নগরে উপস্থিত হইলেন। সুগন্ধা নামক এক মালাকার-বনিতার হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও তৎসহিত এক লিপি প্রেরণানন্তর স্বীয় মনোরথ বিজ্ঞাপন করিলেন। লিপির মর্ম্ম এই প্রকার ছিল,—'সুন্দরী! তোমার দাসীর মুখে তোমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, চরিত্রাদির মহত্ত্ব অবগত হইয়া, সাগর-পারে তোমার সন্ধানে এ নগরীতে আগমন করি-

য়াছি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা,—তোমার সহিত আমার পরিণয় বন্ধন স্থাপন হয়।'

মালাকার-কামিনীর কর-বাহিত পত্রার্থ অবগত হইয়া সুলোচনা, তাহার নিম্ন লিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

সুলোচনা।—হে ভূপ! আপনার পত্রের তাৎপর্য্যার্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এখন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই,—আপনি অবধারিত জানিবেন, অদ্য আমার অধিবাস-দিবস (অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্ব দিন),আগামী কল্য বিবাহ হইবে। আমার পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা বিধেয় নয় অতএব আপনাকে কোন দুঃসাধ্য কার্য্যে লিপ্ত হইবার পরামর্শ দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। ক্রিয়া সফল না হইলে, পণ্ডশ্রম মাত্র হয় এবং তদর্থ মনুষ্যের অনর্থক উদ্যম-ভঙ্গ ঘটে। আপনি কেবল আমারই প্রাপ্তি নিমিত্ত সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক বহ্বায়াস স্বীকার করিয়াছেন। কি উপায়ে আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ সংঘটন হইবার সম্ভাবনা, তাহা আপনাকে এখন হইতে জানাইয়া রাখি। আমি বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, মনোনীত বর স্থির করিবার জন্য যখন প্রদক্ষিণ করিব, তৎকালে আমার বাম হস্ত উর্দ্ধে রক্ষা করিব। যিনি আমার ঐ হস্ত ধরিয়া, আমাকে লইতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ ও গ্রহণ করিব, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

এই লিপি খানি সুলোচনা,মালাকার-গেহিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ওদিকে মালাকার-ভার্য্যার নিকট পত্রার্থ অবগত হইয়া, মাধব ভূপ তদনুরূপ উদ্যোগ করিলেন। বলা বাহুল্য, তদুপলক্ষে তাঁহাদের শুভ পরিণয়-ব্যাপার বিনা বাধায় সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই খানেই প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে আমরা উপনীত হইলাম। এই সন্দর্ভের বর্ণিত দীব্যন্তী ও তালধ্বজ প্রদেশ কোথায়, আমরা স্থির করিতে পারি নাই। উহাদের বর্ত্তমান নাম না পাইয়া, অনেকে হয়তো উহা কাল্পনিক আখ্যা ভাবিতে পারেন। ফল কথা, মাধব, সুলোচনা, ও চন্দ্রকলার নাম হিন্দু-শাস্ত্রানুশীলনকারীদের মধ্যে এত পরিচিত ও বিখ্যাত সংজ্ঞা যে, এক্ষণে উহাকে অবাস্তবিক ঘটনা বলিয়া অস্বীকার করা এক প্রকার হঠকারিতা বলিয়া বিবেচিত হয়। দীব্যন্তী বা তাল-ধ্বজ অবাস্তবিক আখ্যা, তর্কের অনুরোধেই যদি স্বীকার করা যায়, তথাপি মূল উপাখ্যানটী অলীক বলা যায় না। সে যাহা হউক, চন্দ্রকলার ভর্ত্তা 'বীরবাহু' প্রকৃত মহাবল-পরাক্রান্ত বীরবাহু। এখানে শারীরিক তেজের প্রশংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর চন্দ্রকলাও ঐ বীরবাহু "বীরবাহুরই' সার্থক প্রিয়তমা। তিনি স্বীয় কায়িক বলে এ প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই, কিন্তু অতুল মনস্তেজে—সাধু-চরিত্র-প্রভাবে অপামর-সাধারণের নয়ন-যুগল বিস্ময়রসে বিস্ফারিত করিয়া দিয়াছেন। এদিকে দেখ, সুলোচনা, নামেও যেমন সুনয়না, কার্য্যেও তেমন সৌভাগ্যবতী। অন্যথা তিনি সরলা চন্দ্রকলার মত কামিনীকে কি সখীর কার্য্যে পাইতেন? আর, তিনি যে বাল্যকালের সুমন্ত্রণাদায়িনী চন্দ্রকলার নির্ব্বাচিত সুপুরুষকে প্রাণ-সমর্পণের যোগ্যপাত্র স্থির করেন, ইহাও তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের নিদান হইয়াছিল। মাধব ভূপবরকে আমরা 'সুপুরুষ" বলায়, কেহ কেহ ভাবিবেন, ধর্ম্মনাশক রাজা যদি 'সু' হন, তবে 'কু' কে? বস্তুতঃ মাধব রাজা এক জন পাযণ্ড ছিলেন না। চন্দ্র-

কলাকে অপরিণীতা ভাবিয়া, তিনি ঐরূপ প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাবও নিন্দনীয় প্রস্তাব নয়। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ-বিধি তৎকালে প্রচলিত ছিল। যদি তিনি সতীত্বধ্বংসকারী হইতেন, তবে তিনি চন্দ্রকলার বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়াও, বধিরবৎ আচরণ করিতেন। তাঁহার চরিত্রের স্বপক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে শেষ বক্তব্য যে, তিনি অসৎ হইলে, কখনই চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক সুলোচনার সন্নিধানে প্রেরিত হইতেন না। অতএব সুলোচনা সুযোগ্য ভর্ত্তা লাভে যে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, এটী নিঃসন্দেহ। তিনি গুণাকর পিতার গুণবতী কন্যা এবং পুণ্যশীলা মাতার সুশীলা দুহিতা। পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, দাসী প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার শুভাদৃষ্টের প্রবল সহায়। চন্দ্রকলা ও সুলোচনা শব্দ দুটী যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনই সদ্ভাবোদ্দীপক।

চন্দ্রকলার স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার জ্ঞানের সম্যক্ পরিচায়ক। তিনি উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান বিষয়েও অদ্বিতীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০০—

মৈত্রেয়ী।

বেদশাস্ত্র, আর্য্যজাতির অসাধারণ শ্লাঘার স্থল, তাহার সন্দেহ নাই। তদপেক্ষাও যেটী হিন্দুজাতির ধর্ম্মোন্নতি ও সূক্ষ্ম ধীশক্তির পরিচয় দেয়, তাহা উপনিষদ্। সেই শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা উপনিষদ্ গ্রন্থে যদি কোন কোন বরারোহার বিবরণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়, তবে তাহা নিঃসন্দেহ বিলক্ষণ গুরুতর ও মহাগৌরবজনক বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অতএব সেই বৃত্তান্তের অনুশীলনে মনোনিবেশ করা গেল।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি, শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতাকার। তিনি, বৃহদারণ্যক-উপনিষদেরও রচয়িতা। ঐ উপনিষদের মধ্যে মৈত্রেয়ীর কথা যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে। মৈত্রেয়ী, যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষির ভার্য্যা। কাত্যায়নী নাম্নী তাঁহার এক সপত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী জ্যেষ্ঠা। মৈত্রেয়ীর কোন সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই। কাত্যায়নীর সহিত কোন কালে কোন উপলক্ষে তাঁহার কলহ বিসংবাদ বা মনোবাদ উপস্থিত হয় নাই। না হইবারই কথা। যেহেতু তিনি উচ্চবিদ্যার পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের কাহার প্রতি স্নেহ-মমতা অধিক ছিল, স্পষ্ট বুঝিবার সুযোগ নাই। তবে কোন সূত্রে যাহা কিছু বোধগম্য হয়,— নিম্ন-লিখিত বৃত্তান্তে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

একদা যাজ্ঞবল্ক্য দুই বনিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ‘আমার যাবতীয় বিষয়-বিভব তোমরা উভয়ে অংশ করিয়া লও। কারণ, আমার শেষাবস্থা উপস্থিত। এ সময়ে কাননে গিয়া ঈশ্বরসেবায় জীবন যাপন করা, আমার কর্ত্তব্য বোধ হই-তেছে।’ কাত্যায়নী ইহার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ কোন বাক্যই প্রয়োগ করেন নাই। তিনি গৃহকর্ম্মাদিতে কেবল নিপুণা ছিলেন। মৈত্রেয়ী বিত্ত-গ্রহণের প্রস্তাব শ্রুতিগোচর করিবামাত্র ভর্ত্তাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, এবং তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্যও যাহা বলেন, বোধসুলভ করিয়া, তৎসমস্তই বৃহদারণ্যক উপ-নিষদের ৪ চতুর্থ অধ্যায়ের কতিপয় ব্রাহ্মণ* হইতে পরস্পরের কথোপকথন-প্রণালী-ক্রমেই লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। এস্থলে কেবল মৈত্রেয়ীর বাক্য গুলিরই মূল সংস্কৃত, টীকায় প্রদত্ত হইল।

মৈত্রেয়ী।—হে ভগবান্! এই ধরণী যদি ধন দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আমার আয়ত্ত হয়, তাহাতে কি আমি নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিব? †

যাজ্ঞবল্ক্য।—না। তোমার জীবন, ধনবান্ লোকের জীবন সদৃশ হইবে। অর্থ দ্বারা অমর হওয়ার আশা নাই।

মৈত্রেয়ী।—যাহাতে আমার অমর হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা লইয়া আমার কি হইবে? যদ্দ্বারা অমরত্ব লাভ

* ব্রাহ্মণ, উপনিষদের বিভাগ-বিশেষ।

† ‘সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্নু ম ইয়ম্ভগো সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, কিমহং তেনামৃতা স্যামিতি।১।

করিতে পারি, এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান আপনি আমায় উপদেশ করুন। *

যাজ্ঞবল্ক্য —"মৈত্রেয়ী! তুমি একে তো আমার প্রিয়, তাহার উপর আবার প্রিয়তম পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাঁহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ করিয়া, আমার প্রিয়-তর হইলে। তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রকৃত উত্তর দিতেছি। আবিষ্ট মনে শুন ও হৃদয়ঙ্গম কর। কোন স্ত্রীই স্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবার বাসনা রাখে না; কিন্তু আত্মার কামনানুরূপ ভর্ত্তার প্রীতিভাজন হয়। অর্থাৎ পত্নী নিজের অভিলাষ পরিপূরণ হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। পতির নিকট যদি তাঁহার সুখে থাকা, উত্তম অলঙ্কারাদি পরিগ্রহ করা না ঘটে, তবে তিনি স্বামীর প্রতি অনুরক্ত থাকেন না। সেইরূপ নিয়মেই পত্নী, স্বামীর প্রিয় হন। পত্নী যদ্যপি পতির অবাধ্য হন, তবে তিনি স্বামীর বিরক্তিভাজন হইয়া পড়েন। পুত্রগণ যে পিতার প্রিয় হয়, তাহারও ঐ প্রকার কারণ। পুত্র দ্বারা ভবিষ্যতে পিতা, সুখী হইতে পারেন, এজন্য পিতা, পুত্রকে স্নেহ করেন। পুত্র, পিতার অবশীভূত হইলে, কদাচ সে পিতার স্নেহাস্পদ হয় না। অশ্ব, গো প্রভৃতি জন্তুও উল্লিখিত নিয়মে মানবের প্রীতিপাত্র হয়। যখন তাহারা, স্ব স্ব কর্ম্মে (লাঙ্গল চালনায় ও শকট-বাহ-কার্য্যে) অক্ষম হয়, তখন আর তাহারা প্রভুর সন্তোষভাজন হয় না।

"বেদ যে লোকের প্রিয়, তাহার হেতু এই,—যে তাহা অধ্যয়ন করে,সে বেদের কিছু প্রয়োজন আছে,এ জ্ঞানে করে এমন নহে,

* "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ. তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩॥

কিন্তু বেদ পড়িলে, ইহ লোকে সম্মান, পরলোকে সুখ ইত্যাদি প্রয়োজনের উদ্দেশেই লোকে বেদকে প্রিয় মনে করিয়া থাকে।

"লোকে, যজ্ঞকে প্রিয় জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে; তাহারা যজ্ঞের প্রয়োজন আছে, এমত জ্ঞানে করে না; কিন্তু যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হইবে, আপন প্রয়োজনোদ্দেশেই করিয়া থাকে।

যে যে বস্তু যাহার প্রিয় হয়, সেই সেই বস্তুর প্রয়োজনের নিমিত্ত সেই সমুদয় লোকের প্রিয় হয়, এরূপ নহে; তাহা লোকের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনোদ্দশেই প্রিয় হইয়া থাকে।"

এ সকল বাক্যের তাৎপর্য্যে ইহা প্রতীত হইল, আত্মা অপেক্ষা প্রিয় কেহ নাই, আত্মাই যথার্থ প্রিয়, আর পুত্র-ভার্য্যাদি যে প্রিয় হয়, তাহা আত্মার উপকারের উদ্দেশেই জানিবে, আত্মা বৈ বাস্তবিক স্বতন্ত্র কেহ প্রিয় নহে। ঋষি কহিতে লাগিলেন,—

হে মৈত্রেয়ী! পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রার্থনীয়। তাহার উপায় প্রথমতঃ আত্মার প্রতিপাদক বেদ শ্রবণ করিবে, পরে যুক্তি দ্বারা তদর্থের মনন করিবে, পশ্চাৎ নিদিধ্যাসনা অর্থাৎ তাহার অর্থ উত্তমরূপে ধ্যান করিবে, পরমাত্মা শ্রুত, এবং বিজ্ঞাত হইয়া, পরমাত্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে এই সমুদয় জগৎ বিদিত হয়। অতএব কামনাব্যঞ্জক সেই আত্মাই দর্শন, মনন, শ্রবণ ও ধারণার উপযুক্ত। মৈত্রেয়ী! আমাদের অন্তরে (এই আত্মার মধ্যে) যে লোক, সেই মহৎ আত্মাকে দেখিতে পায়, সেই লোক, সমস্তই জানিল, দেখিল, শুনিল, মনন করিল এবং ধারণা করিল।

"এক বস্তু বিদিত হইলে, অন্য বস্তু কি প্রকারে বিজ্ঞাত

হয়? পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুরই সত্তা নাই। যদিই কিছু থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নয়। ফলতঃ অন্য কিছু-মাত্রও নাই, পরমাত্মাই সর্ব্বস্ব। অতএব আত্মা হইলেই তাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

"আহত দুন্দুভির এবং বীণার শব্দ শ্রবণে যেমন দুন্দভি-আঘাতের ও বীণা-তাড়নের শব্দও শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা জ্ঞাত হইলে, সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়।

"সাগর, সকল সলিলের কেবল আশ্রয়স্থল; ত্বক্, স্পর্শের একমাত্র আধারস্বরূপ; রসনা, রস-সমুদায়ের আস্বাদকারিণী; নাসিকাই, সমস্ত গন্ধ-গ্রহণের আয়তন; যদি নাসিকা,না থাকিত, তাহা হইলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্য চলিত না। কর্ণই শব্দের আশ্রয়-ভূমি। চিত্ত, যাবতীয় বাসনার নিলয়; হৃদয়, তাবৎ বিদ্যার আলয়-স্বরূপ; হস্তই নিখিল কর্ম্মের আশ্রয়; মারুত—সমগ্র নৈসর্গিক বস্তুর আগার-ভূত, বাক্যই শ্রুতির অবলম্বন-স্থান; বাক্য না থাকিলে, বেদ থাকিতে পারিত না। এই পদার্থ-সমূহের আশ্রয়-গুলিরও আবার আশ্রয় আছে; সেই আশ্রয়——ব্রহ্ম। মৈত্রেয়ী! তুমি এই ব্রহ্মকেই অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছ।"

মৈত্রেয়ী।—ভগবান্! আপনি যে মহৎ আত্মার কথা কহিলেন, তাহা কি মোহাভিভূত হইতে পারেন? *

যাজ্ঞবল্ক্য।—না। সেই আত্মা—অবিনাশী, স্থিতি-হীন

"সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য-সংজ্ঞাস্তীতি?" ১৩।

ও ভঙ্গ-রহিত। অজ্ঞানতা, আত্মাকে কদাচ স্পর্শ করিতে সমর্থ নয়।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূরিত, বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিলেই, মৈত্রেয়ী কিরূপ বিদ্যাবতী, মেধাবিনী ও ব্রহ্ম-পরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, বিলক্ষণ হৃদ্‌বোধ হইতে থাকে। যে নারী উল্লিখিত-রূপ উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মসংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ নিবিষ্ট অন্তঃকরণে শুনিতে পারেন, তিনি কত কত গণ্য মান্য পুরুষ অপেক্ষাও কীদৃশ ধন্যবাদের পাত্রী, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। মৈত্রেয়ীর বিদ্যা, বুদ্ধি নিতান্তই বিশাল; ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও তদনুরূপ। তজ্জন্যই উপনিষদ্-মধ্যে তাঁহার উক্তি, বেদ-বাক্য-তুল্য শ্রদ্ধেয়। কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী এই নারী-যুগলের মধ্যে শেষোক্ত রমণী, ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন, শ্রুতিতে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। † কেন না, ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিবার স্পৃহা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী ছিল।

† "তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।" (শ্রুতি।)

লীলাবতী।

লীলাবতী নামে ৩ তিনটী রমণীর উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। এক লীলাবতী ভাস্করাচার্য্য-দুহিতা; উদয়নাচার্য্যের কন্যাও লীলাবতী নামে পরিচিত। তিনি ও ভাস্কর-সুতা অভিন্ন কি না, নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রে আর এক লীলাবতীর নির্দ্দেশ আছে। তিনি, কোন মন্দ কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অজস্র লবণ দান করিয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই কামিনীর সহিত আমাদের প্রস্তাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। প্রথমোল্লিখিত নারীই আমাদের আলোচ্য। কেহ কেহ বলেন,লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের ভার্য্যা। লীলাবতীর "বাল-কুরঙ্গ-লোল-নয়না" বিশেষণ দেখিয়া, অনেকে ঐ মত প্রচার করেন। এরূপ সম্বোধন উপস্থিত সময়ে রীতিবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু তৎকালের পক্ষে উহা দূষ্য নহে। কাহার কাহার মতে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামে বনিতা ও দুহিতা ছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।*

সুপ্রসিদ্ধ গণিত-শাস্ত্রবেত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যার নাম লীলাবতী। তাঁহার পিতা, সহ্যাদ্রির উপকণ্ঠে কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ঐ স্থান বর্ত্তমান সময়ের বিদর নগর। তিনি শক রাজার ১০৩৬ এক হাজার ছত্রিশ বৎসরে † জন্মগ্রহণ করেন।

* কেননা "লীলাবতী" পুস্তকে 'অয়ে বালে লীলাবতি!' বলিয়া সুস্পষ্ট সম্বোধন আছে।

† ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সুতরাং লীলাবতীও ঐ সময়ের কিছু কাল পরেই ভূমিষ্ঠ হন। লীলাবতী ভিন্ন ভাস্করাচার্য্যের অন্য পুত্র বা কন্যা থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্য্য ভাস্কর, কন্যাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহার প্রমাণ,—তিনি স্বীয় কন্যার নামানুসারে নিজের এক খানি গণিত পুস্তকের "লীলাবতী" নাম-করণ করেন। পাটীগণিত ও পরিমিতি, এই পুস্তকের অন্তর্গত। লীলাবতীর পিতামহের নাম মহেশ্বর। লীলাবতী, সুবিখ্যাত, অতি প্রাচীন শাণ্ডিল্য মুনির গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।

এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে,—ভাস্করাচার্য্য গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নন্দিনী, বিবাহের অল্প কাল পরেই, স্বামি-হীনা হইবেন। পিতা, দুহিতার এই ভবিষ্য বিপদ্ নিবারণার্থে সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। পরিশেষে তাঁহার মনে এক সদুপায় উপস্থিত হইল। তিনি উদ্বাহের লগ্ন এরূপ সময়ে নির্দ্ধারিত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন যে, সেই লগ্নে পরিণীতা হইলে, কন্যা বিধবা হইবেন না। তদনুসারে লগ্ন-নির্ণয়ার্থ জলপূর্ণ এক পাত্রের উপরি ভাগে সূক্ষ্ম-রন্ধ্র-বিশিষ্ট এক তাঁবি * স্থাপন করিলেন। যখন ঐ তাঁবি, ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা জলে পরিব্যাপ্ত হইবে, তখনই বর-কন্যার বিবাহ হইবে, আচার্য্য ভাস্কর, এইরূপ স্থির করিয়া রাখেন এবং সভাস্থ সকলকেই তাহা বিজ্ঞাপন করিয়া দেন। দৈবের কর্ম্ম দেখ,—লীলাবতী, ক্রীড়া-কৌতুক বশতঃ হউক, আর চাঞ্চল্য প্রযুক্তই হউক, ঐ তাঁবির মধ্যে কিরূপে জল প্রবেশ হইতেছে, সন্দর্শন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে অকস্মাৎ

---

* এক প্রকার সচ্ছিদ্র যন্ত্র। বহুকালে ঘটিকা যন্ত্রের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হয় নাই, তখন উহা দ্বারা সময় নিরূপিত হইত।

তাঁহার শিরোদেশের আভরণ হইতে, একটী মুক্তা ঐ তাঁবির অভ্যন্তরে নিপতিত হইল। যাঁহারা ঐ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন, সেই দৈবজ্ঞগণ, তাঁবি জল-পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাচ তাহা জলমগ্ন হইল না দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর ঐরূপ বিলম্ব হইবার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, রন্ধ্র পথে একটী ছোট মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে লগ্ন-কাল নিশ্চয়ই অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন সকলেরই প্রতীতি জন্মিল। অগত্যা তদ্দণ্ডেই লীলাবতীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। ভাস্করাচার্য্যের মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল।

পরিণয়ের কিয়ৎ কাল পরেই লীলাবতীকে ভর্ত্তৃহীনা হইতে হইল। ভাস্করাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'তনয়াকে পাটীগণিত, পরিমিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ও বীজগণিতাদিতে সুশিক্ষিতা করিব। এবংবিধ উচ্চ শাস্ত্রের আলোচনা অবলম্বন করিলে, লীলাবতী দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা অনায়াসেই বিস্মৃত হইতে পারেন।'

এই ঘটনার সত্যাসত্য বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইবেন, কিন্তু বৃত্তান্তটী আদ্যোপান্ত অমূলক নয়। লীলাবতীর বাল-বৈধব্য-সম্বন্ধে সংশয় করিবার কিছুমাত্রও কারণ নাই। উহা চির-প্রচলিত একটী প্রসিদ্ধ, পুরাতন কিংবদন্তী। ঐ বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, লীলাবতী গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাই এই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

লীলাবতীর জনক, যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। লীলাবতী, মহোচ্চ শাস্ত্রের অনুশীলনে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য, স্বীয় কুমারীর নামে অঙ্ক পুস্তকের

"লীলাবতী" নাম রাখিলেন। কোন্ সময়ে এই অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত হয়, "লীলাবতী" পুস্তকে তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। তৎ-প্রণীত "গোলধ্যায়" গ্রন্থের শেষাংশ পাঠে জানা যায়, শক নৃপের স্থাপিত অব্দের ১০৭২ এক হাজার বায়াত্তর বৎসর "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" প্রণয়নের কাল। ঐ গ্রন্থ—লীলাবতী, বীজগণিত, গোলাধ্যায় ও গণিতাধ্যায় ৪ চারি অংশে বিভক্ত। এক্ষণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, লীলাবতী ঐ সময়ে বা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মরণের সময় অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ভাস্করাচার্য্য উক্ত গ্রন্থে কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সূত্র-সঙ্কেতাদি রচনা করিয়াছেন ¶। ঐ পুস্তকে অঙ্ক-সমাধানের প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার, বর্গমূল,

¶ হে বুদ্ধিমতী, বালিকা লীলাবতী! যদি তুমি যোগ ব্যবকলনে কুশলা হও, তবে ২, ৫, ৩২, ১৯৩, ১৮, ১০, ও ১০০ একত্র যোগ করিলে, কত হয় বল; এবং ১০০০০ হইতে ঐ যোগ সমষ্টি অন্তর করিলে, কত অবশিষ্ট থাকে, তাহাও বল। *

বাল-কুরঙ্গ-চঞ্চল-নয়না কল্যাণিনী লীলাবতী! যদি তুমি রূপস্থানাদি গুণে কুশলা হও, তবে ১৩৫ কে ১২ দিয়া পূরণ করিলে, কত হয়, বল দেখি? †

* "অয়ে বালে লীলাবতি মতিমতি ব্রূহি সহিতান্
দ্বি-পঞ্চ-দ্বাত্রিংশত্রিনবতি-শতাষ্টাদশ-দশ।
শতোপেতানেতানযুত-বিযুতাংশ্চ বদ মে
যদি ব্যক্তে যুক্তি-ব্যবকলন-মার্গেঽসি কুশলা॥"

† "বালে বাল-কুরঙ্গ-লোল-নয়নে লীলাবতি! প্রোচ্যতাং পঞ্চত্র্যেকমিতা দিবাকর-গুণা অঙ্কা কতি স্যুর্যদি। রূপ-স্থান-বিভাগ-খণ্ড-গুণনে কল্যাসি কল্যাণিনি ছিন্নাস্তেন গুণেন তে চ গুণিতা জাতাঃ কতি স্যু র্বদ॥"

ঘনমূল ইত্যাদি বিষয়ের লক্ষণ ও উদাহরণও উত্তম নিয়মে লিখিত রহিয়াছে।

এই পুস্তক এতাদৃশ উৎকৃষ্ট পদ্ধতি-ক্রমে বিরচিত যে, ফৈজি নামক এক প্রসিদ্ধ মুসলমান্, পারস্য ভাষায় উহার অনুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জন কর্ম্মচারীর উদ্‌যোগে উহা ইংরাজীতেও ভাষান্তরিত হইয়াছে।

ভাস্করাচার্য্য-বিরচিত "লীলাবতী" গ্রন্থের নিমিত্ত লীলাবতীর নাম চিরস্মরণীয়, কেহ যেন এরূপ কথা স্বপ্নেও মনে স্থান না দেন,—এই আমাদের প্রার্থনা। কেবল কথায় মিনতি করিয়া, আমরা পঠিকাদিগকে ওরূপ বলিতেছি না। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাস্করাচার্য্য, সূত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কোথায় বা কোন বিষয়টী মোটেই নির্দ্দেশ করেন নাই। তাহার কারণোল্লেখ করিবার সময় বলিয়াছেন, সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিরা ওগুলি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি সূক্ষ্মবুদ্ধিদের পক্ষেও নিতান্ত দুরূহ। আর যেগুলি জড়বুদ্ধিদিগের উপকারার্থে লিখিয়াছেন, স্থূল-বুদ্ধির তো কথাই নাই,—তীক্ষ্ণমতিরাও তাহা ধারণা করিতে বিলক্ষণ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। লীলাবতী ঐ সকল বিষয় পরিপাটীরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মনীষা ও স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, কত কত প্রাজ্ঞ লোকে বিস্ময়াপন্ন হন। সেই প্রশংসনীয় পুস্তকের অনেক অঙ্কের সঙ্কেতাদি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও গ্রহণ করিয়া, স্বদেশীয় অঙ্কবিদ্যার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। তদর্থ তাঁহারা নিজ দেশে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

আর, তাঁহাদের ঔদার্য্য ও গুণগ্রাহিতা-গুণে আমরাও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাস্পদ মনে করিয়া, কতই সুখ্যাতি করিয়া থাকি। লীলাবতী যেমন গুণবতী, তেমনই বিদ্যাবতী। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন; যেহেতু তদীয় জনক, তাঁহাকে "মতিমতী" বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ,—তরুতলে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি বৃক্ষের ফল, পত্র, শাখা ও প্রশাখার সংখ্যা সহজে গণনা করিতে পারিতেন।* এই অসাধারণ শক্তি একমাত্র ঋতুপর্ণ রাজার ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আর কাহারও এই অলৌকিক সামর্থ্য ছিল কি? যে দেশে অবলারা অনাদৃত, তিরস্কৃত, সে দেশের পক্ষে ইহা কখনই সামান্য স্পর্দ্ধার বিষয় নয়।

আচার্য্য ভাস্কর মহোদয়, লীলাবতী পুস্তক ভিন্ন বীজগণিত, গোলাধ্যায়, গণিতাধ্যায়, করণকুতূহল, প্রভৃতি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লীলাবতী, এই সমস্তই অনুশীলন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পিতা, ফলিত জ্যোতিষের † কিঞ্চিৎ নিন্দা করিয়াছেন। তাহা নিষ্ফল ও নিরর্থক এরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আচার্য্যের মত এই যে, জ্যোতিষ্

* এই ঘটনাটী প্রবাদ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। সচরাচর যথার্থ বিষয় অবলম্বন করিয়াই, জনশ্রুতি প্রচলিত হয়।

† জ্যোতিষ্ বিদ্যা ২ দুই ভাগে বিভক্ত। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ্ ও ফলিত জ্যোতিষ্। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে গ্রহ, উপগ্রহাদির গতি প্রভৃতির জ্ঞান জন্মে। ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহগণের গতি, স্থিতি অনুসারে মনুষ্যের সন্তান, ধন, পীড়া ইত্যাদির ফলাফল বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ফলিত-জ্যোতিষে যাহা শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাপেক্ষা সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের শিক্ষা গুরুতর।

শাস্ত্রের একাংশ ফলিত-জ্যোতিষ্। উহা দ্বারা প্রশ্ন-বিচারের কিছুই জানা যায় না। অশেষ-যুক্তি-সম্পন্ন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ্ যে অবগত নয়, সে চিত্র-পট লিখিত রাজা বা কাষ্ঠময় সিংহবৎ।”

লীলাবতী, পিতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, স্বতঃই বিশ্বাস হয়। কারণ, পিতার গুণাগুণ, লীলাবতীর তুল্য বিদ্যাবতী দুহিতায় বর্ত্তিবারই কথা।

লীলাবতীর চরিত্র আলোচনায় আমাদের মনে কয়েকটী কথা উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ, তাঁহার পরিণয়, নিতান্তই বাল্য-কালে বা সমধিক বয়ঃস্থ অবস্থায় সমাহিত হয় নাই, সম্ভবতঃ কৈশোর সময়ে হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পিতা এক জন উচ্চ ও উন্নত প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞ মনস্বী ছিলেন। তৃতীয়তঃ, তখন নারীজাতির সুশিক্ষায় লোকের অনাস্থা, অনাদর বা ঔদা-সীন্য ছিল না, বরং তদ্বিষয়ে সমধিক উৎসাহ, আগ্রহ ও অধ্যবসায় দৃষ্ট হইত। তখনকার সমাজ-বন্ধন এখনকার মত এতাদৃশ বিকট-ভাবাপন্ন, সুতরাং কঠোর ছিল না। থাকিলে, আমরা আজ গুণাংশে লাবণ্যবতী, সতী, রমণীরত্ন লীলাবতীর নাম স্মরণ করিয়া পুলকিত হইতে পারিতাম না। লীলাবতী জগতের ইতিহাসে উচ্চ পদবী অধিকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও তাদৃশ স্থানে থাকিবেন, ইহা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইলেই, আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব উপস্থিত হয়।

তৎকালে বিদরে সহমরণ প্রচলিত ছিল না। তাহা হইলে, লীলাবতী নিশ্চয়ই ভর্ত্তার জ্বলচ্চিতা আরোহণ করিতেন। অতি প্রাচীন কালে প্রকৃত সতী কন্যারা যেরূপ বিশুদ্ধ ভাবে আত্মার

ঔন্নত্য দেখাইয়া গিয়াছেন, লীলাবতীও সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বলিয়া, ভারত-মণ্ডলের একটী গণনীয় আদর্শচরিত্রা পবিত্রা নারী। এক্ষণে যে ব্রহ্মচর্য্যের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, লীলাবতী তদ্বিষয়েও অনুকরণীয়। তিনি যে পুরুষের ভার্য্যা হইয়াছিলেন, যদি তিনি জীবিত থাকিয়া, অতিমাত্র বুদ্ধিমতী সতী, লীলাবতীর বিদ্যাবত্তা দেখিতে পাইতেন, না জানি, কতই পুলকিত হইতেন! পত্নীর গুণে তাঁহার সুনাম দেশ-দেশান্তরে বিঘোষিত হইত। লীলাবতী রূপবতী ছিলেন কি না, জানিবার উপায় নাই। রূপের খ্যাতি অপেক্ষা বিদ্যাজনিত প্রতিপত্তি গরীয়সী কেন পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

কেবল আমরাই তাঁহার গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করি, এমন নয়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের সর্ব্ব স্থান তাঁহার অপরিসীম যশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ধন্য লীলাবতী! তুমি অমর, তুমি কামিনীকুলের শিরোমণি।

সুরুচি।

যে নারীর বৃত্তান্ত এস্থলে প্রকটিত হইল, তিনি অপ্সরজাতীয়। অপ্সর-জাতি সচরাচর সৌন্দর্য্য ও নৃত্য-বিষয়ে বিখ্যাত। কিন্তু এই রমণী, ধর্ম্মশীলতার কারণ প্রসিদ্ধ, এই হেতু তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ রাজার সুরুচি নাম্নী যে পত্নী ছিলেন, অদ্যকার বর্ণিত মহিলা ও তিনি নিতান্ত বিভিন্ন। এই 'সুরুচি' অপ্সরগণের মধ্যে অত্যুত্তমা ও অসামান্য-রূপ-গুণ-সম্পন্না। তিনি যখন হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আসীন আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক জন শূন্য মার্গ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। তিনি কে? কোথায় যাইতেছেন? কি জন্যই বা যাইতেছেন? এই সকল প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইয়া, আকাশ-বিহারীর আদ্যন্ত বৃত্তান্ত জানিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া, সুরুচি বুঝিতে পারিলেন, তিনি ইন্দ্রদেবের এক দূত। তৎপরে তাঁহার নিকটে কিছু শিক্ষা-গ্রহণাকঙ্ক্ষিণী হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সুরুচি।—হে মহাভাগ! আপনি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছেন? এক্ষণেই বা কোথায় যাইবেন? অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর প্রদান করুন।

দেবদূত।—তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তোমার ঔৎসুক্য-নিবারণার্থে তাহা আমি বলিতেছি। অরিষ্টনেমি নামক এক রাজা বৃদ্ধ দশায় সংসারে নিস্পৃহ হইয়া, স্বীয় আত্মজের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি গন্ধমাদন-গিরি-প্রদেশে দুঃসহ তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। দেব-রাজ ইন্দ্র, নিজ ইষ্ট-সাধনার্থে উল্লিখিত নরপালের সকাশে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে আমি এখন মহেন্দ্র-সন্নিধানে গমন করিতেছি।

সুরুচি।—প্রভু! অরিষ্টনেমি ভূপতির সঙ্গে আপনকার কি কি কথোপকথন হইয়াছিল, শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি কারুণ্য প্রকাশ পুরসঃর তদ্বিবরণ বর্ণন করেন, সবিশেষ চরিতার্থ হই।

দেবদূত।—"ভদ্রে! তুমি রাজা অরিষ্টনেমি ও আমার কথাবার্ত্তা শ্রবণের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছ, অতএব তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন দ্বারা তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করি-তেছি, একাগ্র অন্তঃকরণে শ্রবণ কর"

"অরিষ্টনেমি ভূপতি গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঘোরতর তপ জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া, শচীপতি আমাকে এক বিমান প্রদান পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করিলেন, তুমি অবিলম্বে অরি-ষ্টনেমির তপস্যা-স্থলে গিয়া উপনীত হও এবং এই অম-রাবতীতে তাঁহাকে লইয়া আইস। সেই বিমান-যোগে তথায় সমুপস্থিত হইয়া, আমি পাকশাসনের আদেশ বাক্য রাজার শ্রুতিগোচর করাইলাম। শ্রবণমাত্র রাজা, আমাকে প্রশ্ন করিলেন,

"দূতবর! সর্ব্বাগ্রে আমার এক জিজ্ঞাসার উত্তর করুন, পরে আমি নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইব। ভাল, বল দেখি, স্বর্গের কি গুণ এবং দোষই বা কি?"

রাজার বচনাবসানে দেবদূত কহিতে লাগিলেন, "পুণ্য, উত্তম রূপ সঞ্চিত থাকিলেই, স্বর্গে সুখভোগ ঘটে। পুণ্যের পরিমাণানুসারে সুখসম্ভোগেরও ইতর-বিশেষ আছে। কিন্তু স্বর্গগত ব্যক্তি, যদি বিমলানন্দ-ভোগী কোন ব্যক্তির হিংসা করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্ম হ্রাস হইতে থাকে। ঐরূপে পুণ্য-ক্ষয় হইবার অব্যবহিত পরেই, স্বর্গস্থ ব্যক্তিকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়।"

অতঃপর দেবদূত, সুরুচিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, সুরুচি! রাজা, যুক্তিপূর্ণ গভীরার্থ উক্ত বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "দূতবর! এরূপ অপকৃষ্ট-ফল-সংস্পৃষ্ট দেবলোকে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি ঘোরতম তপশ্চরণ দ্বারা একেবারে পাপ-ধ্বংস করিতে অভিলাষ করি। অতএব আপনি দেবেন্দ্রের রথ লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করুন।"

অতঃপর দেবদূত অগত্যা রথ-সংযোগে ইন্দ্রভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দূত, ইন্দ্রদেবকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সুরুচিকে তত্তাবৎ পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন করিয়া কহিলেন,—"হে সুরুচি! অরিষ্টনেমির স্বর্গসুখ-ভোগে অনাসক্তির কথা শ্রবণ করিয়া, দেবাধিপতি একবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। তদনন্তর ইন্দ্র বলিলেন, 'দূত! তুমি পুনর্ব্বার রাজার সমীপে গমন কর এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া, সর্ব্বতত্ত্বদর্শী বাল্মীকির আশ্রমপদে লইয়া যাও। ঋষিপ্রবরকে বলিও, সংসার-ক্লেশ-

ভীরু অরিষ্টনেমির যাহাতে মোক্ষ হয়, মহর্ষি যেন তাহার বিধান করেন।"

দেবদূত পুনরপি সুরুচিকে কহিলেন, শান্তশীলে! অতঃপর রাজা ও ঋষির একত্র সংমিলন করিয়া দিয়া, আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। আমি দেখিয়া আসিলাম, বাল্মীকির সহিত রাজা, নানাবিধ বিচিত্র কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা অরিষ্টনেমি ও মহর্ষি বাল্মীকি, পরস্পর সুদীর্ঘ অথচ অতি প্রীতিপ্রদ কথোপকথনে ব্যাপৃত হইলেন। সেই কথোপকথন হইতে "যোগাবাশিষ্ঠ" গ্রন্থের সূচনা হইয়াছে। অনাবশ্যক বোধে এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল না। ফলতঃ সুরুচি এক অসাধারণ কামিনী। যিনি "যোগবাশিষ্ঠ" সদৃশ গুরুতর গ্রন্থের প্রস্তাবনার মূল, তাঁহাকে অলৌকিক গুণশালিনী বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে, নিতান্ত দূষ্য হয়। যদিও আমারা 'সুরুচি'-সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক আবশ্যক বৃত্তান্ত অবগত নহি, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, তিনি যে যার পর নাই পবিত্র-চরিত্রা ছিলেন, তাঁহার নামেই তাহা সুব্যক্ত। অপ্সর-জাতীয় বলিয়া, তিনি রূপ ও নৃত্যেই খ্যাত ছিলেন, অন্য কোন গুণই তাঁহার ছিল না, যাঁহারা এই কথা বলিবেন, তাঁহাদের জানা উচিত, অপ্সরজাতীয় কোন কোন স্ত্রীলোক কত কত উত্তমোত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন। সুরুচি তত দূর গরিষ্ঠ কার্য্য সাধন না করুন, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ-জিজ্ঞাসু হইতে পারেন, এ অংশে বোধ করি, কাহারই মনে দ্বিধা জন্মিতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণোক্ত উত্তানপাদ-রাজমহিষী সুরুচি হইতে এই সুরুচি শ্রেষ্ঠ। তিনি নামে সুরুচি ছিলেন

মাত্র ; কার্য্যে কিন্তু তিনি কুরুচি। ধ্রুবের ন্যায়, অকপট ধর্ম্মাত্মা বালককেও তিনি নানারূপ উৎপীড়ন করেন। ধ্রুব, তাঁহার সপত্নী সুনীতির পুত্র ; এই দোষেই ধ্রুব, লাঞ্ছিত হইতেন ! এই সুরুচির সে দোষ দৃষ্ট হয় না।

এই প্রস্তাবের গন্ধমাদন পর্ব্বত পৌরাণিক আখ্যান-মূলক বটে ; কিন্তু, অরিষ্টনেমির নাম তদ্রূপ নয় ; উহা সর্ব্বসাধারণের চির-পরিচিত। আকাশপথে গমনকেও একেবারে মনঃ-কল্পিত বলা যায় কি না, সকলে এক এক বার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। "যোগবাশিষ্ঠ" যৎকালে বিরচিত হয়, সে সময়টী নিতান্ত আধুনিক বা অতীব প্রাচীন নয়। তখন ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সুরুচি, "যোগবাশিষ্ঠ" প্রণয়নের কিছু পূর্ব্বের লোক। অতএব তাঁহার প্রসঙ্গ অবিশ্বাস্য বা অসঙ্গত ঘটনায় পূর্ণ নহে, অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইতে পারে।

-(:০:)-

বাক্‌পুষ্টা।

-:0:

ভারতবর্ষের নিতান্ত প্রামাণিক ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থে এই মহিলার প্রসঙ্গ নিবদ্ধ আছে। তিনি, কাশ্মীর-রাজ তুঞ্জীনের প্রিয়তমা। রাজা যাদৃশ পুণ্যশীল, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞানশালিনী ছিলেন। এইরূপ অপূর্ব্ব সংযোগ সচারচার অতীব বিরল। তুঞ্জীন, অতিমাত্র প্রভাববতী বাক্‌পুষ্টার সাহায্যে প্রজাদিগকে সুখী করিয়া,রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহারাজ তুঞ্জীন, প্রজাপুঞ্জের ক্লেশ উপস্থিত হইলে, ঘোরতর কাতর হইয়া পড়িতেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐরূপ সঙ্কটময়, ভীষণ সময়ে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৈর্য্যশক্তি কেমন অপ্রতিহত থাকিত, তাহার একটী উদাহরণ লিখিত হইতেছে।

তাঁহারা প্রথমতঃ সুনিয়মে রাজ্য পালনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি নানাজাতীয় প্রজার চিত্তরঞ্জন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। একদা ভাদ্র মাসে কাশ্মীর প্রদেশে দৈবাৎ হিমানীপাত হইতে লাগিল। তখন শস্য-ক্ষেত্রে শস্য-সমুদায় পরিপক্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং নীহার-পতনে কি ভয়ানক ক্ষতি হইতে পারে, অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। ইহাতে শস্য-সমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল, প্রকৃতিকুলের আশা-লতাও সেই সঙ্গে সমূলে উৎপাটিত হইল। বলা বাহুল্য, এই সূত্রে দেশ-মধ্যে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইল্। প্রথমে রাজা ও রাজ্ঞী দুর্ভিক্ষ-দমনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পথ, মাঠ, ঘাট, আশ্রম, গৃহ, কানন, নদীতীর, প্রেতভূমি, আপণ,

বিপণি বা দুর্গম স্থান—যেখানেই হউক না কেন, ক্ষুধার্ত্ত জীব দেখিলেই, তাঁহারা ভক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক আনুকূল্য করিতে বিরত হইলেন না। বিশেষতঃ এই বিভীষিকাময় সময়ে বাক্‌পুষ্টা দেবীর দয়াস্রোত অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইল দেখিয়া, প্রজাপুঞ্জের আনন্দের সীমা রহিল না।

এইরূপে কিছু দিন চলিতে চলিতে, রাজ-ভণ্ডার অর্থশূন্য হইয়া গেল। তখন অমাত্যদের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। সেই দুর্দ্দৈব কালে তাঁহারাও মুক্ত-হস্ত হইয়া, অকাতরে কত ধন-ধান্যাদিই প্রদান করিলেন। ইহাতেও দুর্ভিক্ষের উপশম হইল না। মহিষী এতাদৃশ অবস্থাতেও নিরুপায় বা নিশ্চিন্ত হন নাই। যে দয়া, যে মহিমা, যে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ভারতীয় আর্য্য রমণীদের চির-প্রসিদ্ধ গুণ, সেই মহান্ গুণের বশবর্ত্তিনী হইয়া, রাণী স্বীয় গাত্রাভরণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। তাহা বিক্রয় দ্বারা যে টাকা পাওয়া গেল, অম্লান বদনে জনগণের আহারীয় ক্রয়ে তাহা নিয়োগ করিলেন। ধন্যা রাজ্ঞী বাক্‌পুষ্টা! বিধাতা তোমার মত নারী-রত্নকে তুঞ্জীনের রাজ্যে প্রেরণ করিয়া কি অভাবনীয় করুণাই প্রদর্শন করিয়াছেন! ইহাতেও পর্য্যাপ্ত হইল না। ক্রমে লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া উঠিল। তখন জনক-জননী, সন্তান-সন্ততির প্রতি নির্দ্দয় হইলেন; পতি-পত্নী পরস্পরের পবিত্র দাম্পত্য প্রেম বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তখন ভ্রাতা, আর স্নেহময়ী ভগ্নীকে সাদর সম্ভাষণ করেন না, ভগ্নীও ভ্রাতার দিকে দৃক্‌পাতের স্পৃহা রাখেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এইমাত্র কহিলেই যথেষ্ট হয়, সকলেই স্ব স্ব উদর পোষণে বিব্রত। সুতরাং বহুসংখ্য প্রাণী, করাল-কাল-কবলে

পতিত হইতে লাগিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়, কিশোর সকল অবস্থার লোকই শমন-সদনের অতিথি হইল। অল্পমাত্র যাহারা তখনও জীবিত ছিল, তাহাদের কদাকার বিকট আকার সন্দর্শনে দর্শকের মনে উৎকট-ভয়ের সঞ্চার হইতে থাকে। কাশ্মীর রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যালোচনায় উহা দ্বিতীয় যম-রাজ্য বলিয়া মনে হয়। এই বিপদ্-সঙ্কুল সময়ে এক দিন অর্দ্ধ যামিনীতে রাজপ্রাসাদে এক ভয়ানক আর্ত্তনাদ উঠিল। একে নিশীথ, তাহাতে জনপদ-মণ্ডলে লোকাভাব, তদুপরি আবার দুর্ভিক্ষ ও তদানুষঙ্গিক মহামারী, রাজমহিষীও অভ্যাপাতে জর্জ্জরিত আছেন,—সুতরাং তৎকালে তাঁহার প্রাণে বড়ই ভীতির আবির্ভাব হইল। তিনি সর্ব্বাগ্রেই অভীষ্ট দেবতার চিন্তা করিয়া, রোরুদ্যমান পতিকে অঙ্কে উত্তোলন করিলেন। তৎপরে শোকার্ত্ত নরনাথ এইরূপ কহিলেন।

তুঞ্জীন।—দেবী! আমাদের পাপেই প্রজাগণের এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজ্যের ধন নিঃশেষিত হইয়া গেল। দেখ, প্রজার অমঙ্গল নিবারণের যে যে সদুপায় ছিল, একে একে সকলই গেল। আমাকে ধিক্! কারণ, আমি জীবিত থাকিতে ইহারা শমন-ভবনে গমন করিতে লাগিল! আমাদের সমস্ত যত্ন, সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইল। আমরা জীবিত থাকিতে কি অসংখ্য প্রজাক্ষয় হইয়াছে ও হইতেছে! রাজত্বের এক স্থানে স্বামিহীনা স্ত্রী, স্বামীর নিমিত্ত করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতেছে; অন্য স্থানে পুত্রহীন জন, অপত্যের জন্য রোদনে নিমগ্ন। কোথায় বা অন্নের জন্য হাহাকার রব উঠিয়াছে। এ কি অল্প মর্ম্মভেদী? ভাবিয়া দেখ দেখি, রত্ন-পরিপূর্ণ কাশ্মীর-

আজ শ্মশান হইয়াছে কি না? চতুর্দ্দিকে এই ভীষণ বিপদে মগ্ন প্রজাপুঞ্জের পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কি? যেরূপ রাশি রাশি নীহার চারি দিকে পতিত রহিয়াছে ও পতিত হই-তেছে, তাহাতে কোন প্রকারে প্রাণীদিগের পলায়নের উপায় নাই। সর্ব্বত্রই কাতরোক্তি শ্রুত হইতেছে। আমি আর এই অসহ্য যন্ত্রণা অবলোকন করিতে পারি না। প্রজ্বলিত অনলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিতে ইচ্ছা করি। যে রাজগণ, রাত্রিকালে স্বীয় প্রকৃতিবৃন্দকে সুখে নিশা যাপন করিতে দেখেন, তাঁহারা ধন্য। দেবী! আমাদের কি যে ঘোরতর পাতক ঘটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

উপরি উক্ত বচন-পরম্পরা উচ্চারণ করিয়া, মহীপতি শয্যায় নিপতিত হইয়া, মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাক্‌পুষ্টা এত ক্ষণ নীরবে স্বামীর সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। তিনি, পতির অচৈতন্য বিদূরিত করিবার জন্য বহু যত্ন করিয়া সংজ্ঞা লাভ করাইলেন এবং তৎপরে কহিলেন।

বাক্‌পুষ্টা।—জীবিতনাথ! কি হেতু আপনি এবম্ভূত অস্থির হইলেন? এই সময়ে কি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে? যদি এই বিষয়েও অধৈর্য্য ও চৈতন্যলোপ সংঘটিত হয়, তবে আপনার মহত্ত্ব রহিল কোথায়? আপনি সামান্য লোকের মত অধীর হইবেন না। ইন্দ্রই বলুন, বিধাতাই বলুন, আর যমই বলুন, ইঁহারা কেহই সত্যপরায়ণ নৃপতির শাসন লঙ্ঘন করিতে পারেন না। রাজা, প্রজার পিতৃ তুল্য। মৃত-প্রায় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অসময়ে পলায়ন করা কদাপি পিতার বিধেয় নয়। পতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখা, পত্নীর অবশ্য

প্রতিপাল্য ব্রত। সেইরূপ রাজার কর্ত্তব্য, ক্ষুধিত বা বিপন্ন প্রজাকে দুঃসময়ে ত্যাগ না করা। আত্মহত্যা অবৈধ কর্ম্ম। যদি একান্ত পক্ষেই তাহা করিতে হয়, তাহা হইলে, এখনও হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও প্রাণী জীবিত থাকিবে, তত ক্ষণ প্রাণ বিসর্জ্জন অন্যায়। যখন এ বিষয়েও নিরাশা উপস্থিত হইবে, অবধারিত জানিবেন, তখনই হুতাশনে আমাদের জীবনাহুতি দিবার উপযুক্ত অবসর।

যৎকালে বাক্‌পুষ্টা ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাঁহার বদনের এক অপূর্ব্ব শ্রী হইল। তাঁহার শরীর তখন মহোৎসাহে উৎসাহিত। তিনি একাগ্রচিত্তে দেবতার ধ্যান করিয়া তেজস্বিতা সহকারে পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন।

বাক্‌পুষ্টা।—"নাথ! গাত্রোত্থান করুন। আপনাকে আর চিন্তিত হইতে হইবে না। আপনার প্রজাদের আর দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ থাকিবে না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি।"

দেবী বাক্‌পুষ্টা যাহা বলিলেন, তাহাই ঘটিল। না হইবে কেন? তিনি কি সামান্যা নারী? পতিব্রতা কামিনীর বাক্য কস্মিন্ কালেও বিফল হইবার নয়। শূন্যমার্গ হইতে তৎক্ষণাৎ রাশীকৃত মৃত পারাবত পতিত হইতে থাকিল। সেই সমুদায় মৃত কপোত ভক্ষণ করিয়া প্রজারা সচ্ছন্দে প্রাণ-ধারণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপারটী অনেকের অসম্ভব মনে হইবে। যাঁহারা স্কটলণ্ডের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহার অনুরূপ ঘটনা উক্ত ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে। যেরূপ প্রচণ্ড হিমের প্রাদুর্ভাব, তাহাতে পক্ষীদের গতিবিধি-রোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর, অন্তিমে তাহারা বিগতজীবন হইয়া

পড়িয়াছিল, ইহাও, নিতান্ত সঙ্গত বোধ হয়। * নরপতি, মহিষীর এই কার্য্য দৃষ্টে মরণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। কাশ্মীর নগরীর লোকেরা স্থির করিল, রাজ্ঞী বাক্‌পুষ্টার ধর্ম্মজ্ঞানে পরিতুষ্ট হইয়া, বিধাতা, আমাদের প্রাণ-রক্ষার এই উপায় বিধান করিয়াছেন। কিছু দিন পরে কাশ্মীরের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। ক্রমে অপর্য্যাপ্ত ধান্য ও অন্যান্য শস্য জন্মিতে আরম্ভ হইল।

অতিশয় দুঃখের বিষয়, তুঞ্জীন ভূপতি, অধিক বয়স পর্য্যন্ত রাজত্ব ভোগ করিতে পান নাই। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৬ ছত্রিশ বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। মহিষী স্বামীর অনুগমন করিলেন। তিনি পতির জ্বলচ্চিতারোহণ করিলে, প্রকৃতিমণ্ডলে হাহা ধ্বনি পড়িয়া গেল। সতী বাক্‌পুষ্টা যে স্থানে ভর্ত্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহা অদ্যাপি "বাক্‌পুষ্টাটবী" আখ্যায় প্রখ্যাত আছে। উহা ভারতবর্ষের এক অতি পুণ্যপবিত্র ক্ষেত্র, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

* "রাজতরঙ্গিনী"-প্রণেতা বলেন, কপোত পতিত হয় নাই। সাধ্বী মহিষী, প্রজা লোকদিগের জীবন ধারণ জন্য কোন এক অদ্ভুত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ইহার হেতু নির্দ্দেশার্থ তিনি কহেন, প্রাণিগণের প্রাণরক্ষায় যাঁহার নিতান্ত আগ্রহ ছিল, তিনি কতিপয় প্রাণীর জন্য, অন্য কতকগুলি জন্তুর বিনাশ সাধন কেন করিবেন? গ্রন্থকার, প্রবাদ-অবলম্বনে উক্ত ঘটনা পুস্তকে নিবেশিত করিয়া বোধ হয়, ভাবিয়াছিলেন, আকাশ হইতে কপোত-পতন অসম্ভব, তজ্জন্যই ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকটন করেন। ইহাতে বাক্‌পুষ্টার জীব-হিংসার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গার্গী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত বরণীয়-চরিত্রা মৈত্রেয়ী হইতেও পূজ্যতর একটী মহিলা বিবরণ সম্প্রতি বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। ইহাঁর নাম গার্গী।

গার্গী, বচক্নু মুনির দুহিতা, এই বিষয় ভিন্ন ইহাঁর পরিচয়-সংক্রান্ত কোন বৃত্তান্তই জানা যায় নাই। তবে ইহাঁর বিদ্যাধ্যয়ন-সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। ইনি বেদালোচনায় এতাদৃশ ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন যে, উত্তর কালে তদর্থ সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। শুক্ল-যজুর্ব্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩ তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ ষষ্ঠ ও ৮ অষ্টম ব্রাহ্মণে* বিনিবেশিত ইহাঁর বচন গুলি নিতান্তই মনোহর ও উপদেশপ্রদ। তাহা বেদ-বাক্যবৎ প্রামাণ্য, সুতরাং জনসাধারণের নিকটে অত্যন্ত মান্য ও আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। সংস্রবাধীন এই উপলক্ষে নিম্নে একটী ঘটনার অবতারণা করিতেছি, সকলে অভিনিবিষ্ট মনে পাঠ করুন।

প্রাচীন সময়ে মগধদেশ নানাবিধ তত্ত্ববিদ্যা চর্চ্চার নিমিত্ত সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিল। বিদেহ, ঐ মগধের অন্তর্গত এক প্রদেশ। মিথিলা নগর, বিদেহ প্রদেশের রাজধানী। উহার

---

* অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভাগ-বিশেষের নাম ব্রাহ্মণ।

বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত। এই মিথিলায় একদা জনক রাজর্ষি বহুদক্ষিণা * নামক এক প্রকাণ্ড যাগের আয়োজন পুরঃসর বহু স্থানের ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণবর্গকে আহ্বান করেন। সেই সূত্রে কুরু ও পঞ্চাল দেশ হইতে বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণকুলের সমাগম হওয়ায়, যজ্ঞ সভার এক অপূর্ব্ব শোভা লক্ষিত হইতে থাকে। সেই সভায় রাজর্ষি জনকের অন্তঃকরণে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল, যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে সমুপস্থিত বিপ্রবৃন্দের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, জানা আবশ্যক। তদনুসারে তিনি আমন্ত্রিত দ্বিজকুল-সমক্ষে সভাক্ষেত্রে ১০০০ এক সহস্র গো বন্ধন পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেকের শৃঙ্গদ্বয় ১০ দশ পাদ† সুবর্ণ দ্বারা হেমময় করিয়া দিলেন। তদনন্তর কহিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্, তিনিই এই গো সমস্ত গ্রহণ করিবেন।' কেহই দানগ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য, স্বীয় শিষ্য সোমশ্রবাকে গোধনগুলি উন্মোচন করিয়া লইতে অনুজ্ঞা দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এবম্ভূত আচরণে সভাস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণ ক্রোধ-কম্পিত হইলেন, কিন্তু কাহারই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল জনক রাজার পুরোহিত অশ্বলই কহিতে লাগিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য! আপনিই কি আমাদিগ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ?" তৎপরে জরৎকারু-বংশীয় আর্ত্তভাগ, লহ্য-পুত্র ভুজ্য, চরকতনয় উষস্ত ও কূষীতকাত্মজ কোহল

* "বহুদক্ষিণা" কোন কোন মতে অশ্বমেধ যজ্ঞ।

† সায়ণাচার্য্যের মতে ১ পাদ এক পলের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ (১৫ পঞ্চ-দর্শী) অথবা এক সুবর্ণমুদ্রা। উইল্‌সন্ সাহেব ১ পাদকে প্রায় ১ তোলা বলেন।

ক্রমান্বয়ে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্ম-পরায়ণা গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের যেরূপ কথোপকথন হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গার্গী।—যাজ্ঞবল্ক্য! সলিলোপরি এই মহী ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সলিল কাহার উপর ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—কেন গার্গী! বায়ুতে। *

গার্গী।—বায়ু কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম দ্বারা।

গার্গী।—উহা আবার কোন্ দ্রব্য দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—কেন? গান্ধর্ব্ব লোক দ্বারা।

গার্গী।—উহা কিসে ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—হে গার্গী, সূর্য্য লোক দ্বারা।

গার্গী।—সূর্য্য কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—চন্দ্রলোক দ্বারা।

গার্গী।—উহা আবার কাহা দ্বারা?

যাজ্ঞবল্ক্য।—নক্ষত্র লোক দ্বারা।

গার্গী।—নক্ষত্র লোক কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দেব লোক দ্বারা।

গার্গী।—দেবলোক কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

---

* অগ্নিতে বলা উচিত। কিন্তু জল, মৃত্তিকা হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া উহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তজ্জন্য অগ্নিতে বলা হয় নাই। (সায়ণ)।

যাজ্ঞবল্ক্য।—ইন্দ্রলোক দ্বারা।

গার্গী।—উহা কাহা দ্বারা আবার ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ব্রহ্ম লোক দ্বারা।

গার্গী।—ব্রহ্মলোকই বা আবার কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

গার্গীর এই শেষ জিজ্ঞাসা শ্রবণ করিয়া, যাজ্ঞবল্ক্য, কহিতে লাগিলেন, গার্গী! পরাজিত হইবার আশঙ্কায় অসম্ভব প্রশ্ন করিও না। তুমি যে দেবতার বিষয় প্রশ্ন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসার অতীত পদার্থ। অতএব গার্গী! এ সম্পর্কে তোমার প্রশ্ন করা, কোন মতে কর্ত্তব্য নয়।

অনন্তর গার্গী কিছু ক্ষণ নীরব থাকিলেন। তখন অরুণ-ঋষি-নন্দন উদ্দালক, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য, তাহারও প্রকৃত উত্তর দিলেন।

গার্গী তখন পুনরায় সভাস্থ সমস্ত দ্বিজাতিকে উদ্দেশ করিয়া, যেপ্রকার বলিয়াছিলেন, পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

গার্গী।—ব্রাহ্মণগণ! এই যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি আরও ২ দুইটী প্রশ্ন প্রয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষা করি, যদি ইনি সেই প্রশ্ন দ্বয়ের সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হন, তবেই আপনারা জানিবেন,—কোন ব্রহ্মজ্ঞানীই ইহাঁকে পরাভব করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণেরা ইহা শুনিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন। গার্গী কহিতে লাগিলেন।

গার্গী।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! বিদেহপ্রদেশস্থিত বা কাশী প্রদেশ-জাত ক্ষত্রিয় যদ্রূপ ধনুতে গুণ দিয়া, ২ দুই তীর সংযোজন পূর্ব্বক বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি ২ দুইটী প্রশ্ন-

রূপ বাণযুগলে আপনাকে বিদ্ধ করিতেছি, আপনি তাহার সদুত্তর দানে প্রস্তুত হউন।

যাজ্ঞবল্ক্য।—জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী।—নভোমণ্ডলের উপরি ভাগে ও ক্ষিতিতলের নিম্নে কি আছে? শূন্যমার্গ ও অবনীর মধ্যেই বা কি আছে? আকাশ ও ভূমণ্ডলই বা কি? এবং কাহাতে এই সকল ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে? বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল কোন্ পদার্থে ব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—উক্ত স্থান ও উক্ত কাল সমুদয় কেবল মহাকাশ দ্বারা ওতপ্রোত আছে।

গার্গী।—মহাভাগ! আপনার এই সুযুক্তিসম্পন্ন উত্তরে কৃতার্থা হইলাম। আমি এই সদুত্তর প্রাপ্তি নিমিত্ত মহাশয়ের নিকট প্রণতা হইলাম। অতঃপর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য।—প্রশ্ন কর।

গার্গী।—আপনি কহিলেন, মহাকাশ দ্বারা পৃথ্বী, উর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশ, উভয়ের সন্ধি-স্থল—এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ভাল, সেই মহাকাশই বা কাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—"গার্গী! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে প্রণাম করেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্ম। তিনি স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ নহেন; লোহিত নহেন, স্নেহময় বস্তুও নহেন, ছায়া অথবা অন্ধকার, বায়ু অথবা শূন্য নহেন; তিনি মায়া, রস এবং গন্ধও

নহেন; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য তেজঃ বা প্রাণ নহেন; তিনি মুখহীন ও উপমাবিহীন। *

"হে গার্গী! সেই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসন-বলে চন্দ্র ও সূর্য্য, ভূলোক ও দ্যুলোক, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ,

---

* সহজে বুঝিবার জন্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল।

"তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত,—তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ—তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু—বায়বীয় পদার্থও নহেন, তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এ সকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড়বস্তু নহেন, সেইরূপ আমাদিগের ন্যায় জড়-শরীর-বিশিষ্টও নহেন, তাহাতে শারীরিক প্রাণ নাই, এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমাদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর-মন-মিলিত কোন জীব নহেন, সুতরাং আমাদিগের ন্যায় তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না, তিনি অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন, তিনি দেহ-শূন্য মনও নহেন, তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ—সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন, এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া, কি অন্ধকার, কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না, তিনি ছায়া, কি অন্ধকার, কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সত্য বস্তু; তিনি অনন্ত-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না।" * *

মাস, ঋতু, সংবৎসর স্থিতি করিতেছে। সেই অবিনাশী জগদীশ্বরের শাসনেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগ্‌বাহিনী তটিনী* শ্বেত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। গার্গী যে ব্যক্তি এই অক্ষয় পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া, কেবল যাগযজ্ঞ, তপস্যা ও হোম করে, সে কদাচ স্থায়ী ফললাভে সমর্থ হয় না। তদ্রূপ লোক কৃপাপাত্র, অতি দীন; কিন্তু যিনি তাঁহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, পরলোক গমন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। গার্গী! সেই ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই বটে, কিন্তু তিনি সকলকেই দেখিতেছেন। কেহই তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত শুনিতেছেন, কেহ তাঁহাকে চিন্তা করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানিতে পারিতেছেন। গার্গী! এই দৃশ্যমান নভোমণ্ডল তাঁহা দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"†

---

* পূর্ব্বদিগ্বাহিনী নদী গঙ্গা প্রভৃতি। পশ্চিমবাহিনী সিন্ধু প্রভৃতি।

† "তাঁহার শাসনে সূর্য্য, সৌর জগতের মধ্যস্থিত হইয়া, প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশু-পক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া, শূন্যপথে বিচরণ করিতেছে; এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে।

"ভূলোক ভিন্ন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি অন্যান্য যত

গার্গী দেবীর মতির বিষয় আমরা স্বতন্ত্র আর কি পরিচয়

জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক সমুদায়ের সাধারণের নাম দ্যুলোক। আমাদের পদতলে এই যে ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক,—সকলই সেই মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণামাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

"কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে, তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া, স্বল্পমাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না।

"পরম মঙ্গলা পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী সকল উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া, অসংখ্য জীবজন্তুদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টিবহির্ভূত কোন পরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও, তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি।

"মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতিভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফললাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্য মনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও, বা লোক-রঞ্জন, বৃথা যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মান-মর্য্যাদা, যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আয়াসে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও, ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফললাভ হয় না। * *

"ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে

দিব? ইহাঁর ধর্ম্মজ্ঞানেরই বা সীমা কি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইব? তর্কশক্তি তো অতুলনীয়। সেটী যেন বিশ্ববিজয়িনী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী আদ্যাশক্তি। নচেৎ গুণিগণাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ-সভায় ইহাঁর সর্ব্বতোমুখী এত প্রভুতা কেন হইবে? ফল কথা, এই অতুলনা অঙ্গনা এক অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বস্তু। কবে আমাদের দেশের ভামিনী সকল এই গার্গীর স্বজাতীয়া বলিয়া পরিচয় দিতে পারগ হইবেন?

বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? পরম প্রীতিভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, যিনি তাহার স্বাদ-গ্রহেও সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষা দীন আর কোন্ ব্যক্তি? তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভার-বাহক পশুজন্ম। * *

"আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি. তাহা তিনি জানিতেছেন; এবং আমরা যাহা জানিতে না পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না। অনন্ত-স্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষয় পুরুষের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই।"

করমেতি বাই

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নারীচরিত বিবৃত হইল, তাঁহাদের কেহ শাস্ত্রজ্ঞানে, কেহ বা বিচার-নৈপুণ্যে আর কেহ কেহ বা ধর্ম্মানুশীলনে সমধিক বিখ্যাত। এক্ষণে যাঁহার বিষয় বর্ণনা কর যাইতেছে, তিনি কেবল ধর্ম্মজ্ঞানে তন্ময় নহেন, কিন্তু ধর্ম্মশীলা মহিলাকুলের মধ্যে এক জন গণনীয়া। করমেতির "বাই" উপাধি দেখিয়া,তাঁহাকে কেহ নৃত্যকারিণী না ভাবেন, * এ কারণ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল,—দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে উহা অতিশয় মানাস্পদ উপাধি। বঙ্গদেশে "দেবী" উপাধি, যাদৃশ গৌরবাত্মক, দক্ষিণাবর্ত্তে "বাই" তাদৃশ, এবং স্থলবিশেষে তদপেক্ষাও শ্লাঘাজনক। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুল-কামিনীরাই উক্ত আখ্যায় নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

করমেতি,দাক্ষিণাপথের অন্তর্গত খাজল নামক প্রদেশে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পরশুরাম। তিনি উক্ত স্থানের ভূপতিকুলের কুলপুরোহিত ছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। পিতার যত্নে করমেতি ১৫ পঞ্চদশ বা ১৬ যোড়শ বর্ষ অবধি শাস্ত্রালোচনা করিয়া, ব্যুৎপত্তিশালিনী হইয়া উঠেন। তিনি ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সম্পর্কীয় অধিকাংশ উত্তমোত্তম গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই পাঠের ফলস্বরূপ তিনি, বৈষ্ণব ধর্ম্মে এক অদ্বিতীয় শ্রদ্ধাবতী নারী বলিয়া জন-সাধা-

* নৃত্যকারিণীরা 'বাইজি' বলিয়া পরিচিত।

রণের পরিচিত হইলেন। এই ঘটনার সমকালে তাঁহার উদ্বাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল অবিলম্বে এক অতি উপযুক্ত পাত্রও মিলিল। কন্যা যাদৃশী বুদ্ধিমতী, বরও তাদৃশ সচ্চরিত্র ও পবিত্রব্যক্তি। তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মে সুপণ্ডিত। করমেতির এই পরিণয়ে নিতান্তই বিরাগ। তিনি ধর্ম্মচিন্তায় ও বিদ্যাচর্চ্চায় জীবন অতিবাহন করিবেন, ইতিপূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; সুতরাং সে বিষয়ে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অবশেষে জনক-জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অগত্যা তাঁহাকে বিবাহে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু তিনি সংসারে মনোনিবেশ করিতে অক্ষম হইলেন। যখন তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণের আয়োজন হইতে থাকিল, তখন তিনি বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। পতিগৃহে অবস্থিতি করিয়া সংসারে আবদ্ধ হওয়া, তাঁহার বড়ই ক্লেশকর বোধ হইল। এই হেতু তিনি যৎকালে সকলে নিদ্রায় সুষুপ্ত, সেই নিস্তব্ধ সময়ে একদা রাত্রি দ্বিপ্রহরে বৃন্দাবনোদ্দেশে গৃহ হইতে একাকিনী নিষ্ক্রান্ত হইলেন! ধর্ম্মোৎসাহ এমনই পদার্থ! বৃন্দাবন কোন্ পথে যাইতে হইবে, তাহার কিছুমাত্রও তাঁহার জানা নাই, তথাপি তিনি একমনে চলিলেন।

এদিকে পর দিন নিশাবসানে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, পরশুরাম, শুনিতে পাইলেন, করমেতি গৃহে নাই! তিনি চারি দিক অন্ধকারময় দেখিলেন। মনে মনে বড়ই দুর্ভাবনা হইল। না হইবে কেন? সন্তান-সন্ততি একেই তো মনুষ্যের প্রাণসম। তাহার উপর বুদ্ধিমতী কন্যা কেমন আদরের বস্তু, সকলেই অবগত আছেন। নানা জনে নানা জল্পনা করিল। দেখিয়া শুনিয়া পিতা ভয়ে শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া, রাজার গোচরে গিয়া

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা, করমেতির অনুসন্ধানে বিস্তর লোক পাঠাইলেন। কুলবালা দুঃসহ পথশ্রম ভোগ করিয়া, কত দূর যাইতে পারে, সহজেই বোধগম্য হয়।

রাজার লোকেরা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া পড়িল, বুঝিয়া তিনি এক মৃত গর্দভের অভ্যন্তরে সংগোপনে রহিলেন। অসহ্য দুর্গন্ধ বশতই হউক, বা অন্য কোন কারণ জন্যই হউক, দৈবযোগে ভূপতি-নিয়োজিত লোকেরা সে দিকে আসিল না। করমেতি, সেই স্থলে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজার নিকটে সমাচার আসিল, করমেতির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

পিতার মন সুস্থির হইবার নহে। তিনি একাকী বৃন্দাবনোদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রায় কষ্টস্বীকার করা,বড় গুরুতর কথা। এখানে পরশুরাম, অনেক চেষ্টা করিয়া জানিলেন, তাঁহার প্রাণাধিকা নন্দিনী এক নির্জ্জন পর্ণকুটীরে বসতি করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, কন্যা নেত্র মুদ্রিত করিয়া ধ্যাননিমগ্না হইয়াছেন। এই ধর্ম্মভাবপূর্ণ অবস্থা নিরীক্ষণে পিতার অন্তরে যে মহোল্লাস হইল, তাহা বর্ণনাতীত। কিছুক্ষণ অতীত হইবার পর করমেতির যোগ ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সম্মুখভাগে পিতৃদেবকে দেখিতে পাইলেন। এইখানে পিতা ও দুহিতার পরস্পরের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিলাম।

করমেতি।—পিতঃ! আপনি আমার অন্বেষণে এত শ্রম কেন করিলেন? যদি এই ক্লেশ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য করিতেন, আপনার মোক্ষপদ প্রাপ্তির কোনই প্রতিবন্ধক ঘটিত

না। আমি অতি তুচ্ছ জীব। আমার কারণ এতাদৃশ আয়াস কেন?

পরশুরাম।—বৎসে! তোমার এই বাক্যে আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল। আমি আর তোমার ধর্ম্মসাধনার অন্তরায় হইব না।

পরশুরাম, স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া, রাজাকে কন্যার অত্যাশ্চর্য্য ঈশ্বর-ধ্যান, যোগ, ভক্তি, জ্ঞানগর্ভ বচনাবলির বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজাও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, স্বচক্ষে ঐ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে বৃন্দাবন-প্রদেশে আসিলেন। তিনি সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া,এত দূর বিমোহিত হইয়া গেলেন যে, করমেতির যোগ-সাধনের নিমিত্ত এক সুদৃশ্য সৌধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই সুরম্য হর্ম্ম্য অদ্যাপি দেদীপ্যমান থাকিয়া বিশুদ্ধমতি করমেতি দেবীর চতুর্দ্দিকে খ্যাতি ঘোষণা করিতেছে। এরূপ ধর্ম্মপ্রাণা নারী এখন নিতান্ত দুর্লভ।

কেবল ইয়ুরোপ ও আমেরিকার স্ত্রীগণ অবিবাহিতা থাকিয়া, ধর্ম্মাচরণ করেন, যাঁহাদের এরূপ সংস্কার, করমেতির বর্ণনা পাঠ করিয়া, তাঁহাদের প্রতীতি হইবে, অবিবাহিতাবস্থায় বিশুদ্ধ-স্বভাব থাকা বরং সহজ, কিন্তু বিবাহের পর সংসারের সুখ উপেক্ষা করা সহজ কথা নহে।

-:০:-

বিশ্ববারা।

ভারতবর্ষের ললনাকুল চিরকালই জ্ঞানহীনা ছিলেন, এবং তদনুরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা যাবজ্জীবন থাকিবেন, অথবা সেই-রূপ হইয়া থাকাই তাঁহাদের উচিত, এখনও অনেকে এই মত প্রচার করিয়া বেড়ান। অধিক কি, এ দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকার-দিগের অনেকেই নারী-জাতিকে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিষয়-কর্ম্মাদির স্বাধীনতা, বিচার-ক্ষমতা, পরিণয়-স্বাধীনতা, প্রভৃতি প্রধান প্রধান অধিকার প্রদানে পরাঙ্মুখ। হিন্দু-জাতির প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ বেদ-শাস্ত্র শ্রবণে স্ত্রীলোকের কিছু মাত্রও অধিকার নাই, এ কথা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারদের মধ্যেই এক জন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন *। কিন্তু, এটী একটী বড় কৌতুকেরই স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেন না, যাঁহাদিগকে অতি সামান্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাঁহারা তদপেক্ষাও গুরুতর কার্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। যে রমণী-বৃন্দকে উক্ত প্রকার নিষেধ-বচন দ্বারা বেদ-শ্রবণে অনধিকারিণী সপ্রমাণ করা হইয়াছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারাই

---

* "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
তদর্থং ভারতং চক্রে কৃপয়া পরয়া মুনিঃ।"

স্ত্রীলোক, শূদ্র, ভাট ও অগ্রদানী প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্মণের বেদ শ্রুতিগোচর হওয়া উচিত নয়; এজন্য মুনি (ব্যাস) কৃপা করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

আবার বিশ্বামিত্র ও তৎপুত্রগণ, বসিষ্ঠ, বামদেব, দেবদত্ত, গৃৎসমদ, ত্রসদস্যু, ঋষভ, মেধাতিথি, কণ্ব, পরাশর, অগস্ত্য, দীর্ঘতমা, অঙ্গিরা, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গর্গ, নারদ, বৈবস্বত মনু, উশনা, জমদগ্নি, দেবল, প্রজাপতি, অম্বরীষ, হিরণ্যগর্ভ, অঘমর্ষণ, প্রভৃতি ভূরি ভূরি ঋষির সহিত বেদের কোন কোন অংশ রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের রচিত বেদাংশ সকল পাঠে কত মুনি ঋষি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন। এই উপাদের তত্ত্ব জানিতে পারিলে, বামাকুল-হিতৈষী কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন? আর যাঁহাদিগকে আমাদের দেশের প্রবল পুরুষেরা 'অবলা' বলিয়া থাকেন, সেই "অবলাদের' ইহাতে কত দূর আনন্দ উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই জন্যই বৈদিক কালের কয়েকটী কামিনীর বিবরণ লিখিত হইল।

যে আলৌকিক রমণীর বৃত্তান্ত বিবৃত করা যাইতেছে, তিনি স্বীয় ধর্ম্ম ভাব জন্য বেদসংহিতা-মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রণীত বেদমন্ত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই, হৃদয়ঙ্গম হয়, চিত্তের প্রশস্ততা, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উচ্চতা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা জন্য তিনি আজও পর্য্যন্ত সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। সেই পূজনীয় রমণীয় রমনীর নাম বিশ্ববারা। 'বিশ্ববারা' শব্দের অর্থ, সমগ্র পাপরূপ শত্রু-নিবারিণী। এতদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মভূমি কোন্ স্থান, কোথায় ও কাহার নিকট তাঁহার বিদ্যাধ্যয়ন হইয়াছিল, তাঁহার পিতা মাতার নাম কি, তাঁহার ভ্রাতা বা ভগিনী, পুত্র বা কন্যা ছিল কি না, কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষের গৃহলক্ষ্মী হইয়া, তিনি ভর্তৃকুলের মহিমা অক্ষয় করিয়াছিলেন, জীবন-

বৃত্ত-সংক্রান্ত এই সমস্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যথোচিত অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই; সুতরাং সে গুলি জানিবার প্রত্যাশা কেহ করিবেন না। এই মাত্র নিঃসংশয়িত রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে, অত্রি মুনির গোত্রে তাঁহার জন্ম হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার ৫ পঞ্চম মণ্ডলের ২ দ্বিতীয় অনুবাকের ২৮ অষ্টাবিংশ সূক্তটী প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার রচিত। এই সূক্তে ৬ ছয়টী ঋক্ আছে। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত (১—৬) উপর্য্যুপরি ঐ কয়েকটী ঋকের * বাঙ্গালা অনুবাদ এ

---

* ঋক, সূক্ত, অনুবাক ও মণ্ডল কাহাকে বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই বুঝিতে পরিবেন না বলিয়া, এ স্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে মূল বেদ পদার্থটী কি, বলা আবশ্যক। যখন লেখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কত শত যুগ পূর্ব্বে যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সাহেবেরা বেদের সময়-সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমাদিগের দেশের কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিত সাব্যস্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বেদ-শাস্ত্র, ঋষিগণের ও তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরার মুখে মুখে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এই জন্যই বেদ-বিদ্যার অন্য এক নাম শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ-পরম্পরায় আগত শাস্ত্র। এখন যেমন আমরা ৪ চারি বেদ বলিয়া জানিতেছি, ঐরূপ সময়ে এবং তাহার বহু পরেও বেদ ঐরূপে বিভক্ত ছিল না। তখন পদ্য, গদ্য ও গান এই তিন মাত্র ভাগ ছিল। তাহাও সুশৃঙ্খলা-ক্রমে বিন্যস্ত থাকিত না। পদ্য ও গদ্যকে তান-মান-লয় ও স্বর-সংযোগে পাঠ করাতে, একটী ভাগ হয়, তাহারই নাম গান। এইরূপ ভাবে বহু কাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা ৪ চারি অংশে বিভক্ত করেন। বেদকে ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) করাতেই,

স্থলে লিখিত হইতেছে, পাঠিকারা পাঠ করিয়া দেখুন, সে গুলি কিরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ও অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যজনক বিষয় অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে।

"অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, অন্তরীক্ষে তেজ বিস্তার করিতেছেন এবং উষার অভিমুখী হইয়া, বিলক্ষণ দীপ্তি পাইতেছেন। দেবগণের স্তুতিকারিণী, ঘৃতপাত্রবিশিষ্টা বিশ্ববারা পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া যজ্ঞোপযুক্ত ঘৃত লইয়া, অগ্নির নিকটে যাইতেছেন। ১।

" হে অগ্নি! তুমি উত্তমরূপ জ্বালিত হইয়া, অমৃতের উপর আধিপত্য কর, এবং হব্যদাতার মঙ্গলার্থ তাঁহার সকাশে উপস্থিত থাক; তুমি যে যজমানকে প্রাপ্ত হও, সেই যজমান পশু-ধন-রত্নাদি লাভ করেন ও তোমার অগ্রে অতিথি-যোগ্য ঘৃতাদি দেন। ২।

" হে অগ্নি! আমাদের প্রভূত সৌভাগ্যের জন্য তুমি শত্রু শাসন কর। তোমার তেজ উত্তম হউক। হে অগ্নি! দম্পতীর

তাঁহার বেদব্যাস (বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা) আখ্যা হইয়াছে। তাবৎ পদ্য ভাগকে ঋক্ ও গদ্য ভাগকে যজুঃ কহে এবং পদ্য বা গদ্য ভাগকে সুরে গীত করিলে, তাহাকে সাম বলে। অথর্ব্ব ঐ তিনের সমষ্টি। এইরূপে বেদ ৪ চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়। ঐরূপে বিভক্ত ঋগ্বেদের প্রত্যেক কবিতা বা শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটী ঋক্ লইয়া এক একটী সূক্ত হয়। আবার ২, ৩, ৪ বা তদধিক সূক্ত লইয়া একটী অনুবাক হয়। কয়েকটী অনুবাক লইয়া এক একটী মণ্ডল হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা এইরূপ ১০ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাককে অধ্যায়, সূক্তকে প্রকরণ এবং ঋক্‌কে শ্লোক বা কবিতা বলিয়া বুঝিলেও, কোন ক্ষতি নাই।

সম্বন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রু সকলের তেজ আক্রমণ কর। ৩।

"অগ্নি! যৎকালে তুমি প্রকৃষ্টরূপ তেজোবিশিষ্ট হও, তোমার দীপ্তিকে আমি বন্দনা করি। তুমি দীপ্তিশালী এবং ইচ্ছা ও ধর্ম্মাদির প্রবর্দ্ধক। তুমি যজ্ঞে প্রজ্বলিত হও। ৪।

"যজমান কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে প্রসারিত, উত্তম-যজ্ঞ-বিশিষ্ট অগ্নি! তুমি ঔজ্জ্বল্যশালী। অগ্নি! যজমানেরা তোমাকে প্রজ্বালিত করিয়া, আহ্বান করিতেছেন যজ্ঞক্ষেত্রে দেব সকলকে তুমি আরাধনা কর, যেহেতু তুমি ঘৃতাদির বাহক। ৫।

"যজ্ঞে 'হব্যবাহক' নামক অগ্নিতে হোম কর, এবং সম্যক্ প্রকারে তাঁহার ভজনা কর।" ৬।

বৈদিক কালে স্ত্রীগণ ভর্ত্তার সহিত যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঋগ্বেদের রচনা ও সংগ্রহেও যে তাঁহাদের অধিকার বা সামর্থ্য ছিল, বিশ্ববারার বৃত্তান্ত অনুশীলন করিলেই, বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। বিশ্ববারা যে ৬ ছয়টী ঋক্ প্রণয়ন করেন, তাহার প্রথমটী পাঠ করিয়া জানা যায়, তিনি দেবতাদের স্তোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুরোহিতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। আর তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য-সম্বন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বহ্নির সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ঋকে যে শত্রু শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা দ্বারা বিশ্ববারা দেবীর বিপক্ষ সূচিত হইতেছে না। অগ্নির বিদ্বেষীর জন্য ঐ পদ ব্যবহার করা হইয়াছে। অগ্নি আর্য্যদিগের পূজ্য দেবতা; সুতরাং ঐ দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নাস্তিক, তাহার আর সংশয় নাই। বেদের সময়েও যে বেদ-

মতের অবমাননাকারী, ধর্ম্মবিরোধী লোক বর্ত্তমান ছিল, উপনিষৎ শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। সে যাহা হউক, যে ব্যক্তিরা অগ্নির উপাসক নয়, তাহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া, এ স্থলে শত্রু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত স্থলে অগ্নির আরাধনার বিষয় কীর্ত্তিত হইলেও, উহা দ্বারা ধর্ম্মসম্পর্কীয়, সদ্বিষয়ক তত্ত্ব-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে প্রসঙ্গাধীন একটী বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হওয়ায়, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। বৈদিক সময়ে অগ্নি শব্দে কেবল কাষ্ঠ-তৃণ-তৈলাদির দাহক পদার্থকেই বুঝায়, এমন নয়; অগ্নির যে প্রভা, তেজ ও ঔজ্জ্বল্য আছে, তদ্দারা নিরঞ্জন জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকেও বুঝায়, এইরূপ অনেকেই কহেন এবং প্রত্যয় করেন। দেশ-দেশান্তর বিখ্যাত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহোদয়েরা এই মতাবলম্বী। তাঁহাদের এই মতে দোষার্পণ করিয়া, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বেদশাস্ত্র হিন্দুজাতির তাদৃশ সভ্য সময়ের গ্রন্থ নহে। এই আপত্তি বিনা আয়াসে খণ্ডিত হইয়া যায়। কেননা, বৈদিককালীন লোকেরা গ্রাম ও নগরে বসতি করিতেন ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপনানন্তর রাজ্য শাসন করিতেন; * স্বর্ণাভরণ, বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ পুরঃসর তৎসমস্ত ব্যবহার করিতেন, বস্ত্রবয়ন ও সূচী কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন †।

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১৭৩ সূক্ত, ১০ ঋক্ দেখ।

† ঋগ্বেদ-সংহিতা ১ মণ্ডল, ৩১ সূক্ত, ১৫ ঋক্ দেখ।

এতদ্ব্যতীত সে কালে ঋণ, দেনাদার, মহাজন, পান্থশালা, চিকিৎসা ও ঔষধ ইত্যাদি বিষয়েরও নির্দ্দেশ আছে, * আর স্ত্রীগণ যে বিদ্যাশিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আর কি প্রমাণ দিতে হইবে? তাহা এই "প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের" ইতিবৃত্তে সুব্যক্ত। তাঁহারা পাণিগ্রহণ-কালে যৌতুক লাভ করিতে সমর্থ ছিলেন। বামাদিগের প্রতি স্থলবিশেষে সুবিচারও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন দৌহিত্র দ্বারা মাতামহের ধনাধিকার। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যজ্ঞসভায় গতিবিধি করিতে পাইতেন, পুরুষের ন্যায় দেবারাধনায় ও যজ্ঞীয় কর্ম্ম সম্পাদনেও অধিকারিণী ছিলেন, ইত্যাদি। এই সমস্ত রীতি অসভ্য অবস্থার বা আদিম সময়ের লক্ষণ হইতে পারে না। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ঈশ্বরের একত্ব-বিষয়ক প্রমাণও বিদ্যমান। তাই বলিয়া ২ দুই দেবতা বা ৩ তিন দেবতার স্তবেরও অভাব নাই। ফলতঃ, দয়ানন্দ স্বামী যে অর্থ করেন, অনেক স্থলে তাহা অসঙ্গত নয়।

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১১৬ সূক্ত, ১১ ঋক্।

দেবজামি প্রভৃতি।

ইতিপূর্ব্বে এক একটী রমণী-চরিত লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এবারে যে বিষয় প্রকটিত হইতেছে, তাহা একটী রমণীর চরিত-বৃত্তান্ত নহে। একাধিক কয়েকটী মহিলার বিবরণ বর্ণন করাই, এই প্রস্তাবের লক্ষ্য।

ইহাঁরা ইন্দ্র ঋষির মাতৃগণ এবং উল্লিখিত নামেই পরিজ্ঞাত। সায়ণ মহোদয়ও, ভাষ্য-মধ্যে ইহাঁদের ঐ নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্র ঋষির জনক বহু দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কয়েকটী সপত্নী একত্র মিলিত হইয়া, ৫ পাঁচটী মন্ত্র রচনা করাতেই, ইহাঁদের এক অসাধারণ একতা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। সচরাচর আমাদের বঙ্গ-সমাজে সপত্নীদের পরস্পরের মনের যে মিলন থাকে না, তাহার প্রধান কারণ উচ্চবিষয়ক সুশিক্ষার অভাব। দেবজামি প্রভৃতির সদ্ভাব যে সুদৃঢ় অচল তুল্য অটল ছিল, তাহার অদ্বিতীয় কারণ—মহৎ ও সৎ ইচ্ছা। বঙ্গীয় ভগ্নীগণ জানিবেন, সৎশিক্ষা এমনই বল ধারণ করে যে, তাহার প্রভাবে মানুষের দুর্দ্ধর্ষ চিরশত্রুও পরাস্ত হইয়া যায়। ইহাঁরা দেব-বৃন্দের ভগিনী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সুতরাং কশ্যপ ঋষির ঔরসে এবং অদিতি দেবীর গর্ব্ভে ইহাঁদের জন্ম হয়। ইহাঁদের সম্মিলিত চেষ্টা, উদ্যোগ ও সামর্থ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তের ৫ পাঁচটী ঋক্ প্রণীত হয়! ঐ ঋক্ গুলির পণ্ডিত-সমাজে সবিশেষ সমাদর আছে। ঋষিপ্রবর বেদব্যাস ঐ

সূক্তেটীকে ঐস্থানে সন্নিবেশিত করাতে, স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি ইহাঁদিগকে আন্তরিক অকপট শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদের এই আনুমানিক যুক্তি যে অমূলক নহে, তাহার প্রমাণার্থে ২ দুইটী বিশ্বাস্য নিদর্শনও বিদ্যমান রহিয়াছে; সাধারণের তৃপ্তি-সাধনোদ্দেশে এই খানেই তাহা উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ, মহামুনি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলাক্রমে ঋগ্বেদীয় মন্ত্র সমূহের যে সংগ্রহ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে, এই সূক্তের পূর্ব্বে এক জন "পুরুষ" ঋষি এবং পরে স্ত্রী ঋষির বিরচিত ঋক্ বিন্যস্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবলই দ্বৈপায়ন দেব, ইহাঁদের প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, আর কোন মুনি ঋষি বা সুধী তদ্রূপ করেন নাই, তাহা নয়। এ বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ বলা আবশ্যক যে, প্রথম ঋক্ দুটী সামবেদীয় গানের মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছে। সাম গান ৭ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গেয় গান, আরণ্য গান, উহ গান ও উহ্য গান এই ৪ চারি প্রকার প্রধান ও সামবেদ-সংহিতার অন্তর্গত। দ্বিতীয় ঋক্টী ঐ গেয় গানের ৩ প্রপাঠক ২ অধ্যায়ের ১৪ চতুর্দ্দশ, ১৫ পঞ্চদশ ও ১৬ ষোড়শ; অর্থাৎ ইহা তিন প্রকার সুরে গীত হইয়া থাকে। শর্য্যাত নামে এক সুবিখ্যাত ঋষি কর্ত্তৃক উহা সুরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শর্য্যাত, সুরে নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নামানুযায়ী উহার নাম শার্য্যাত (অর্থাৎ শর্য্যাত দ্বারা সুরে গ্রথিত ও প্রকাশিত)। কত শত ঋষি ও মুনি, যোগী ও তত্ত্বজ্ঞানী প্রভৃতি উহার আবৃত্তি দ্বারা নিজ নিজ দেহ মন পবিত্র করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই বলিলেও, অসঙ্গত হয় না।

ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রে গ্রথিত হওয়াতে, উহা কত কত যজ্ঞ-স্থলে ও সভা-ক্ষেত্রে পঠিত হইয়াছে,—বুধমণ্ডলী-মধ্যে অগণ্য-পণ্ডিত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া সর্ব্বত্র উহার কীদৃশ যশঃ কীর্ত্তিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার কি সংখ্যা আছে? ইহার উপর আবার যখন সামগানের মধ্যে উহা গণনীয় গান বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিঘোষিত হইতে লাগিল, তখন উহার সংবর্দ্ধনার একশেষ ঘটিয়াছিল, নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বৈদিক-কালীন সমাজে প্রমদা-জাতির উচ্চ পদবী ও উৎকৃষ্টরূপ সম্মান-সমাদর, সম্ভ্রম-মর্য্যাদা, এবং সৎকার-অভ্যর্থনাদি থাকাতেই, উল্লিখিত ঋষিবর কর্ত্তৃক উহা গীতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই দেশ-বিদেশে সুদূর জর্ম্মণ-রাজ্য, ফ্রান্স দেশ ও ইংলণ্ড ভূমি প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ নানা জনপদে,—জাপান দ্বীপ, চীন সাম্রাজ্য, তুরুস্ক ও আরব দেশ ইত্যাদি আসিয়া মহাদেশের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে,—এবং এমন কি, "অর্দ্ধ ভূমণ্ডল" আমেরিকা খণ্ডেরও স্থানে স্থানে অতীত ও বর্ত্তমান কালে সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছে এবং হইতেছে; এবং সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়, মানবসমাজে যত কাল সদ্বিদ্যার গৌরব থাকিবে, তাবৎ বেদসংহিতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রমাতৃগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি অচলবৎ অটল রহিবে। বস্তুতঃ ইন্দ্রমাতৃবর্গের অসাধারণ মহত্ত্ব ছিল বলিয়াই, রমণীজন প্রকটিত শ্লোক বা গান বৈদিক কালিক সময়ে শ্লাঘার বিষয় হইয়া উঠে। অন্যথা তদ্বিষয়ে উৎসাহের পরিবর্ত্তে পুরুষগণের অনাস্থা ও ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইত, তাহার বিচিত্রতা কি? এই সূত্রে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, মহর্ষিকুলের

চিরাদৃত, পরমপূজ্য, অত্যুপাদেয় সেই ঋকগুলির বঙ্গানুবাদ এই স্থানে প্রকটিত হইল।

"নিজ কার্য্যাভিলাষিণী ইন্দ্রমাতৃবর্গ স্তবাদি দ্বারা ইন্দ্রকে লাভ করিয়াছেন; যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত সেই ইন্দ্র দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহা হইতে সুবীর্য্য-ধন-প্রাপ্তিরও অধিকারিণী হইতেছেন। ১।

"হে ইন্দ্র! যে তেজে ও তেজঃ-সাধন হৃদয়স্থিত ধীরতায় শত্রুর পরাজয় হইয়া থাকে, তোমার সেই তেজ ও হৃদয়গত ধৈর্য্য আছে বলিয়া, তুমি আমাদের সমক্ষে অতীব প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে কামনাপূর্ণকারী! তুমি শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাদের কামনা-সমূহের বর্ষণকারী। ২।

"ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের নিধনকারী। তুমি আকাশকে বিস্তার করিয়াছ। তুমি নিজ-ক্ষমতা-বলে স্বর্গকে সমুন্নত করিয়া দিয়াছ। ৩।

"ইন্দ্র! সূর্য্য তোমার সহচর। তুমি তাঁহাকে দুই হস্তে ধারণ কর। তুমি বল পূর্ব্বক বজ্রকে শাণিত করিয়া থাক। ৪।

ইন্দ্র! তুমি নিজ তেজ দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে পরাজয় করিয়া থাক। তোমার ঐরূপ প্রভাব। তুমি সহস্র স্থল আক্রমণ করিয়া আছ। ৫।

প্রথম ঋকটী * সামবেদ-সংহিতার ৫ পঞ্চম প্রপাঠকের ১ অধ্যায়ের অন্তর্গত ৩২। ত্বষ্টৃ ঋষি উহার প্রকাশক এবং সেই হেতুই তাঁহার আখ্যানুসারে উহার নাম 'ত্বাষ্ট্রী সাম' (অর্থাৎ ত্বষ্টৃ মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।)

* দ্বিতীয় ঋকের বিষয় ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় ঋকের তাৎপর্য্য, ইন্দ্রের অনুকম্পায় বারি-বর্ষণ হইলেই, ইন্দ্রমাতৃনামক দেবগণের ভগিনীবর্গের তাবৎ স্পৃহাই চরিতার্থ হয়।

—:*:—

বাক্।

এই বার এমন একটী নারী-চরিত্র কীর্ত্তনে অগ্রসর হইলাম, যাহা কেবল বেদশাস্ত্রে প্রধান ও পূজনীয় নহে, কিন্তু উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রধান হিন্দুশাস্ত্রে আদর্শ চরিত্র বলিয়া গৃহীত। জগতের ইতিহাসে এতাদৃশ ধর্ম্ম-মতোন্নত মহিলা দুর্লভ। অতএব এই রমণীর বৃত্তান্ত, আমাদের সমাজের নিতান্তই সমাদরের বস্তু হইবে, ভরসা করিতে পারা যায়।

ইহাঁর পিতার নাম অম্ভৃণ ঋষি। বেদব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য্য, ৭ সপ্তম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ঐ নাম নির্দ্দেশ করেন। ইনি এত দূর ব্রহ্মপরায়ণা হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, নিজ আত্মাতে ব্রহ্মের শক্তি উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে পারিতেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব স্থানেই সেই শক্তির উপলব্ধি দ্বারা আত্মার চরিতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁ কর্তৃক আটটী মন্ত্র প্রকটিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। তাহাই দেবী বাক্ কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত বলিয়া "দেবীসূক্ত" (অর্থাৎ বাক্ দেবী প্রণীত মন্ত্রাবলি) নামে প্রচলিত হইয়াছে। ৭০০ সপ্ত-শত-

শ্লোক-সমন্বিত চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থ, বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবে, বাসন্তী পূজায় ও স্বস্ত্যয়ন-শান্তি-কার্য্যে সাগ্রহে অধীত হইয়া থাকে, এ কথা বোধ করি, কাহারই অবিদিত নাই। সেই "চণ্ডী"-মাহাত্ম্য-প্রকরণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত একাংশ-মাত্র। চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে এই 'দেবীসূক্ত' অধ্যয়ন করিতে হয়।

ইন্দ্র-মাতৃ-বৃন্দের প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের রচিত বেদ-মন্ত্র, বৈদিক সমাজে নিতান্ত আগ্রহ-সহকারে পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তির সংখ্যা ধরিয়া তুলনা করিলে, অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাঁহাদের প্রণীত বেদমন্ত্রের যত পাঠক ছিল ও আছে, দেবী বাকের বিরচিত ৮ আটটী মন্ত্রের পাঠক, তদপেক্ষা কত গুণ অধিক ছিল ও রহিয়াছে,তাহার পরিসীমা নাই। কেননা, সমগ্র বঙ্গদেশে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী-মাহাত্ম্যের যাব পর নাই সমাদর। তৎ-সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় যে, হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত বাঙ্গালিরা মুখে যদিও বেদশাস্ত্রের প্রাধান্য অঙ্গীকার করেন, কার্য্যে কিন্তু তাঁহারা চণ্ডীকে বেদাপেক্ষাও বরণীয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এ বিষয় বুঝাইতেছি। মনু, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি প্রভৃতি ১৮ অষ্টাদশ জন মুনির স্মৃতি শাস্ত্র প্রচারিত হইলে পর, বৈদিক সময়ের গৃহ্যসূত্র গ্রন্থের প্রাধান্য তিরোহিত হয়। আবার রঘুনন্দন শিরোমণির স্মৃতি-সংগ্রহের ২৮ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রকটিত হওয়ায়, উহাদের বহুল প্রচারের গতি রুদ্ধ হয়। পাণিনি মুনির ব্যাকরণ প্রচারের পরে ইন্দ্র, চন্দ্র, ভাগুরি, ব্যাড়ি, প্রভৃতির ব্যাকরণ বিনষ্ট-প্রায় হইয়া যায়, এবং বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রকাশের পরে আবার

পাণিনি ব্যাকরণের প্রভূত্ব হ্রাস হয়। ব্যাসদেবের রচিত বলিয়া খ্যাত ১৮ অষ্টাদশ পুরাণ প্রকটিত হওয়াতে, বৈদিক-কালীন পুরাণ শাস্ত্রের প্রতি লোকে হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, আবার ১৮ অষ্টাদশ উপপুরাণে, ব্যাসের পুরাণের এবং কুবিন্দ কবির বিরচিত পুরাণে উপপুরাণেরও প্রভাব হ্রস্ব করিয়া দেয়। সেইরূপ চণ্ডী-মাহাত্ম্য গ্রন্থ, বাঙ্গালা দেশ-মধ্যে বেদশাস্ত্রকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে। চণ্ডীগ্রন্থ দ্বারা সাধারণতঃ বেদের সমাদরের খর্ব্বতা হইয়াছে বটে, কিন্তু দেবী-সূক্ত অবলম্বনেই তাহা প্রণীত হইয়াছে; অতএব, তাহা তাদৃশ ক্ষোভজনক নয়।

যে সময়ে বাক্ দেবী, তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ উচ্চ অথচ গভীর ধর্ম্ম-মত সকল প্রচার দ্বারা নর-নারীকে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও চমকিত করিয়া গিয়াছেন, তখন কত শত সুবিখ্যাত মুনি তপস্বীর জন্ম পরিগ্রহও সংঘটিত হয় নাই। অতুল-ক্ষমতাবান্ লোকোত্তর-প্রতিভাশালী, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যই বা তখন কোথায়? শঙ্করা-চার্য্য, অদ্বৈতবাদ-মতের প্রবর্ত্তক ও প্রথম গুরু বলিয়া জগতে খ্যাত। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বিল-ক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে,—দেবী বাকের প্রণীত মন্ত্র-পরম্পরাই তাঁহার ধর্ম্মবিচার ও ধর্ম্ম-প্রচারের মূলসূত্র। বেদকে মূল ভিত্তি-স্বরূপ অবলম্বন করাতেই, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উপর জয়লাভ করেন ও ভারতে তদর্থই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা বেদকে ভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া উপক্ষো করিতেন, এরূপ স্থলে তাহাদের বর্ণিত সেই 'ভ্রান্ত শাস্ত্র' হইতেই প্রমাণ দর্শাইতে পারিলে, তাহার প্রকৃত গৌরব রক্ষা হয়, আচার্য্য

শঙ্কর, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তদ্বিষয়ে সিদ্ধকামও হইয়াছিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, বেদের অনেক স্থলেই দ্বৈত-বাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। * দ্বৈত-বাদই বেদে সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট সাধকেরা বলিয়া থাকেন, ভক্তের সহিত ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেই, তিনি ভাবে গদ্গদ হইয়া, সমস্তই ঈশ্বরময় দেখেন। অদ্বৈত-বাদের ঐ ব্যাখ্যায় কাহারই আপত্তি হইবার কথা নাই। তবে সকল বস্তুরই অপব্যবহার হইতে পারে, অথবা হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমাতে ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই, এই মত যদবধি ঈশ্বর-ধ্যান ও ঈশ্বরচিন্তা হইতে দূরবর্ত্তী হইতে থাকিল, তখনই লোকে তাহার দুরবস্থা ঘটাইয়া দিল। তখনই আমি এক জন ঈশ্বর, অতএব আমার কৃত কার্য্য ঐশ্বরিক ক্রিয়া, সুতরাং দূষ্য নয়,—এই ঘৃণিত মতের উৎপত্তি হইল। নচেৎ অদ্বৈতবাদের মূল উদ্দেশ্য অসাধু ছিল না। এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। এখন বাক্‌দেবীর প্রণীত বেদমন্ত্রের সরল অনুবাদ দিয়া পুনরায় প্রকৃত প্রস্তাবে মনোনিবেশ করা যাউক।

"আমি (সূক্তের রচয়িত্রী অম্ভৃণ-কন্যা 'বাক্') রুদ্র, বসু এই সকলের আত্মার স্বরূপে বিচরণ করি। আমিই উভয় মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি। ১।

---

* ১২৮৭ সালের আর্য্যদর্শনে মৎ-প্রণীত "অদ্বৈতবাদ" প্রবন্ধে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

"আমিই ত্বষ্টা, পূষ ও ভগ এই সকল দেবতাদিগকে ধারণ করি, এবং সোমকেও ধারণ করি। এই সোম কুণ্ডনে (প্রস্তর নিষ্পীড়নে) উৎপন্ন হন। যে যজমান, যজ্ঞীয় দ্রব্য আয়োজন করিয়া ও সোম প্রস্তুত করিয়া, দেবগণকে প্রীত করেন, সেই যজমানকে আমিই ধন দিয়া থাকি। ২।

"আমি সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, যাগফল-প্রদা ও পরম ব্রহ্মের জ্ঞানশালিনী, অতএব যজমানগণের মধ্যে আমি প্রধানা। আমি প্রপঞ্চ-স্বরূপে অবস্থিতা ও এবম্ভূত-গুণ-বিশিষ্টা। আমাতে ভূরি ভূরি প্রাণী প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং দেবতারা আমাকেই বাহুদেশে ধারণ করিতেছেন। ৩।

"জীব যে দর্শন করে, প্রাণধারণ করে, ও অন্নাহার করে, তাহা আমা দ্বারাই (আমার শক্তি প্রভাবেই) সম্পাদিত হইয়া থাকে। লোকে এতাদৃশ অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি-কারিণী আমাকে অবগত হইতে সমর্থ নয়। তাহারা, ঐ অজ্ঞতা বশতঃ সংসারে হীনদশাপন্ন হয়। হে বিদ্বান্! শ্রদ্ধাযোগ্য বিষয় তোমাকে উপদেশ করিতেছি, শুন। ৪।

'আমি স্বয়ং এই ব্রহ্ম পদার্থের বিষয় শিক্ষা দি। আমিই দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত। আমিই সমস্ত কামনা করিয়া থাকি। আমি লোককে স্রষ্টা, ঋষি বা বুদ্ধিশালী করিতে পারি। ৫।

"স্তোত্র-দ্বেষ্টা ও হিংসকের বধের কারণ আমি রুদ্রের ধনুতে জ্যা (ছিলা) সংযোগ করিয়াছিলাম। আমিই ভক্ত-জনের উপকারার্থ বিপক্ষ-পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। আমি স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। ৬।

"এই ভূলোকের উপরিস্থিত আকাশকে আমি উৎপাদন করি। সমুদ্রের ও জলের মধ্যে আমার পিতা(অম্ভৃণ ঋষি) রহিয়াছেন। এই প্রকার গুণশালিনী বলিয়া, আমি নিখিল অবনীমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, বিবিধ বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছি; এবং কারণ-স্বরূপ ও মায়াময় আমার দেহ দ্বারা সুদূর স্থানে অবস্থিত স্বর্গলোককে আমি স্পর্শ করি। ৭।

"বায়ু, যদ্রূপ স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভুবনের প্রসবকর্ত্রী আমি স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে তাবৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আমি এই আকাশের ও এই পৃথিবীর পরেও বিদ্যমান আছি। আমি বিষয়-নির্লিপ্তা ও ব্রহ্ম-রূপিণী। আমার স্বীয় মাহাত্ম্য-বলে এই সমস্তই সমুৎপন্ন হইয়াছে।" ৮।

এই সকল মন্ত্রের পাঠক অতিশয় বহুসংখ্যক ছিল ও আছে, প্রস্তাবের প্রথমার্দ্ধেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়ের পবিত্রতা, মতের উৎকর্ষ, ভাবের গাম্ভীর্য্য স্মরণ করিলেই মনে হয়, চিরযুগই ইহার পাঠক ও শ্রোতা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবেন। কেবল যে শঙ্করাচার্য্যই এই সকল মন্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় মত প্রচার করিয়া যান, এমন নয়। তাঁহার জন্মের বহুকাল পূর্ব্বের রচিত উপনিষৎ-শাস্ত্র-সমুদয়েও উক্ত ধর্ম্ম-মতের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদে হিন্দুজাতির বুদ্ধি-বিকাশের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। এই উপনিষৎ শাস্ত্রকে আশ্রয়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া "দর্শন" গ্রন্থাবলি উৎপন্ন হইয়াছে। সে গুলির নাম—সাংখ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। এই শেষোক্ত শাস্ত্রকেই শঙ্করদেব, আবার অদ্বৈতবাদ-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরাণে, কাব্যে, উপপুরাণে,

গাথায়, এমন কি, স্থল-বিশেষে নাটকেও এই দর্শন সকলের মত ও ভাব, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ধরিতে গেলে, বাক্ দেবীর মতই, এই সকলের পত্তন-ভূমি। এতদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকরণটী তো আদ্যোপান্তই বাক্‌প্রণীত মন্ত্রাষ্টকের ভাবাকর্ষণে লিখিত, তাহা নির্দ্দেশ করাই নিষ্প্রয়োজন। বিশ্ববারা হইতেও ইহাঁর তত্ত্ব-বিষয়ক মহত্ত্ব অধিক, এ কথা আমরা নির্দ্দেশ করিয়া না দিলেও, সকলেই সুন্দররূপে প্রতীতি করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই। বাক্ দেবী সাক্ষাৎ বাগ্দেবী সরস্বতী।

-00-

উপসংহার।

অদিতি।

ইনি ইন্দ্রদেবের মাতা। ঋগ্বেদ-সংহিতার ৪ চতুর্থ মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ সূক্তের ৫ পঞ্চম, ৬ ষষ্ঠ, ৭ সপ্তম ঋক্ ইনি সঙ্কলন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বামদেব, কোন কারণে নিজ মাতাকে ক্লেশ দেন। তন্নিবন্ধন বামদেবের জননী, অদিতি ও ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। সেই সূত্রেই অদিতি ৩ তিনটী শ্লোক রচনা করিয়া বামদেবের অবাধ্যতা দমন করেন।

অপালা।

যে অত্রিমুনির বংশে বিদুষী বিশ্ববারা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, অত্রির কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ইনিও সেই অত্রির দুহিতা। ইনি এক জন ব্রহ্মবাদিনী নারী। কোন কারণে অপালা

ত্বক্-রোগক্রান্ত হন,তজ্জন্য স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিজ জনকের তপোবনে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতেন।

অপালা ঋগ্বেদের ৮ অষ্টম মণ্ডলের ৯১ একানব্বুই সূক্তের ৭ সাতটী ঋক প্রণয়ন করেন। ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করিয়া, ইনি তাঁহার নিকটে বর লাভ করেন। অপালা নিরতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন হয় না বলিয়া, ইনি ইন্দ্রকে জানাইয়া তাঁহার নিকট যে বর লাভ করেন, তাহাতে অত্রির যথেষ্ট উপকার হয়।

যমী।

যমী,ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০দশম মণ্ডলের১০দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ ঋক গুলি ও ১৫৪ এক শত চুয়ান্ন সূক্তের ৫ পাঁচটী ঋক রচনা করেন। শেষোক্ত সূক্ত পাঠে জানা যায়, বেদ-বর্ণিত যম ও পুরাণ-বর্ণিত যম, পরস্পরে বিভিন্ন। বেদ-বর্ণিত যম, দণ্ডদাতা নহেন, তিনি স্বর্গ-সুখ দিয়া থাকেন। যম, যমীর ভ্রাতা।

উর্ব্বশী।

ইহাঁর প্রণীত বেদ-বাক্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ৯৫ পাঁচানব্বুই সূক্তের দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ ঋকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইনি অপ্সরজাতীয়া। সুরুচির বৃত্তান্তে ৬৬পৃষ্ঠায় অপ্সর জাতির যে গরিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, উর্ব্বশী তাহার এক উদাহরণ। কেহ কেহ বলেন, উর্ব্বশী প্রকৃত স্ত্রী নহেন। উর্ব্বশীর অর্থ উষা।

রোমশা।—তাঁহার ভর্ত্তার নাম রাজা ভাবয়ব্য। তিনি হিংসা-রহিত ছিলেন এবং কাক্ষীবানের নিমিত্ত সহস্র সোম যাগের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতা আলোচনা করিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, কাক্ষীবান্, ভাবয়ব্য রাজার পুরোহিত। কেননা, রাজার প্রার্থনা মাত্র কাক্ষীবান্, শত 'নিষ্ক শত-লক্ষণাক্রান্ত বাজি এবং শত-সংখ্যক বলীবর্দ্দ গ্রহণ করেন ও রাজার স্থায়ী খ্যাতি লাভ হউক, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। রোমশার পুত্রের নাম স্বনয়। স্বনয়, অতিশয় বদান্য ছিলেন। পুত্রের এই দাতৃত্ব, জননীর মহিমায় ঘটিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। রোমশার রচিত বাক্য ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১২৬ একশত ছাব্বিশ সূক্তের ৭ সপ্তম ঋকে পরিদৃষ্ট হয়।

লোপামুদ্রা।—লোপামুদ্রা বিদর্ভ রাজার তনয়া। তিনি অগস্ত্য মুনির পত্নী। ঋষিবর, পিতৃগণের অনুমতি অনুসারে বংশরক্ষার জন্য লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। লোপামুদ্রার শ্বশুর মিত্রাবরুণ। কাশীখণ্ড পুরাণে তাঁহারই পাতিব্রত্যের বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পুরাণোক্ত আখ্যায়িকা উল্লেখ করিতেছি। তৎপরে তাঁহার বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। তিনি প্রথমাবস্থা হইতেই বহু বৎসর তপস্যায় স্বীয় দেহ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ছায়ার ন্যায় স্বীয় ভর্ত্তার অনুগতা ছিলেন। স্বামী, ভোজন করিলে, তিনি ভোজন করিতেন; স্বামী নিদ্রিত হইলে পর, তবে নিদ্রা যাইতেন; অথচ তাঁহার গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই, গাত্রোত্থান করিতেন। পতিই তাঁহার একমাত্র জ্ঞান ও ধ্যানের বিষয় ছিলেন। পতি

কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলে, তিনি কোন কালেই পতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন না। গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, স্বামীর আদেশ পাইবা মাত্র তদ্দণ্ডেই তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। নিজের ইচ্ছানুসারে কদাচ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন নাই। স্বামীর আহারান্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী অতি প্রশংসনীয় গুণ ছিল। তিনি এই একটী অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম করিয়া রাখিয়াছিলেন, দেবতা, অতিথি, গো, গৃহাগত দরিদ্র ব্যক্তি ও পরিবারস্থ অন্য সকলের ভোজন সম্পন্ন না হইলে, কোন ক্রমে আহার করিবেন না। সুখের বিষয়, আজীবন এই মহৎ ব্রত পরিপালনে লোপামুদ্রাকে কেহ কখন বিমুখ দেখে নাই। তিনি উৎসবাদি-উপলক্ষে সমারোহকার্য্য-ক্ষেত্রে গতিবিধি করিতেন বটে, কিন্তু অগস্ত্যের বিনা অনুজ্ঞায় তাহা কোন মতেই সম্পাদিত হইত না। লোপামুদ্রা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ এক শত উনআশী সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক সঙ্কলন করেন। লোপামুদ্রার বৈদিক ও পৌরাণিক বৃত্তান্ত নিতান্ত স্বতন্ত্র। *

পরিশিষ্ট।

(অরুন্ধতী ও অনসূয়া, ১৫ পৃষ্ঠার ৬ পঙ্ক্তির পর)

অরুন্ধতী লোক-বিখ্যাত বসিষ্ঠ ঋষির প্রণয়িনী। তিনি যার পর নাই পতিরতা কামিনী। তাঁহার পাতিব্রত্য সকলের অনুকরণীয়। বিবাহ-মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কন্যা বিবাহকালে এইরূপ বলিবেন, 'অরুন্ধতী! আমি তোমার ন্যায় স্বীয়

* দেবহূতির শেষাংশে বলিয়াছি, পুরাণকারের বর্ণনা বেদাদি হইতে পৃথক এই প্রবন্ধেই তাহা দৃষ্ট হইল।

স্বামীতে অনুরক্তা থাকি, এই আমার প্রার্থনা।' অরুন্ধতী কেমন প্রসিদ্ধ, ইহাতেই বোধগোম্য হয়।

অনুসূয়া, অত্রি-বনিতা। যিনি গুণীর গুণ অস্বীকার করেন না, অল্পগুণশালীকেও অসন্তুষ্ট করেন না এবং অন্যের দোষ লইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন না, তাঁহাকে অনসূয়া বলে। অনসূয়া শব্দের এই অর্থেই প্রতীতি হয়, তাঁহার মন কিরূপ মহোচ্চ ছিল।

(সেশ্বর সাংখ্য, —১৬ পৃষ্ঠের ২৩ পঙ্ক্তি, ২২ নিরীশ্বর সাংখ্য পৃষ্ঠার ৮ পঙ্ক্তি।)

পতঞ্জলি-মুনি-প্রণীত যোগশাস্ত্র, সেশ্বর-সাংখ্য দর্শন নামে পরিচিত। কারণ, উহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কপিল-রচিত-শাস্ত্র নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত। যেহেতু, উক্ত দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

(৩৭ পৃষ্ঠার ৮ পঙক্তির পর।)

শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া সর্ব্বত্রই জয় লাভ করেন। মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং অধিক কি ঐ ব্যাপারের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ তাঁহার নাম পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া সুরেশ্বরাচার্য্য হয়। শঙ্করের দিগ্বিজয় কার্য্যে ২৪ চব্বিশ বৎসর মাত্র লাগিয়াছিল। ৮ আট বৎসরের সময় শাস্ত্র পাঠের সূত্রপাত হয় ও ৩২ বত্রিশের মধ্যে শেষ হয়। ইহার প্রচারিত অদ্বৈত বাদ মতের বিষয় বাক্ শীর্ষক প্রবন্ধের ১০০ ও ১০১ পৃষ্ঠা দেখ।

সমাপ্ত।